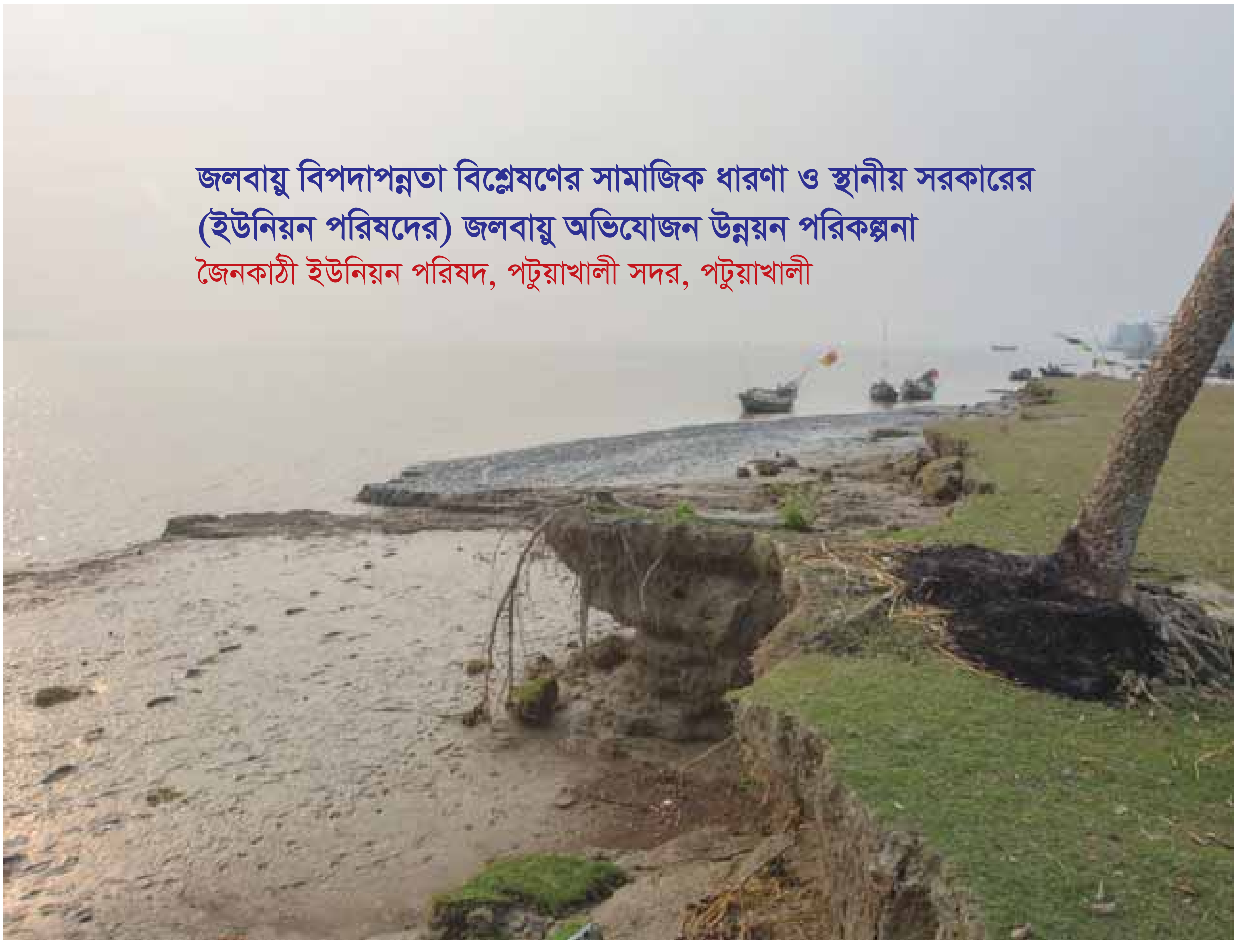

জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের সামাজিক ধারণা ও স্থানীয় সরকারের (ইউনিয়ন পরিষদের) জলবায়ু অভিযোজন উন্নয়ন পরিকল্পনা

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী

সামাজিক ধারণা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা

প্রতিবেদন প্রণয়নকারী প্যানেল

প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ	:	পিন্টু বিশ্বাস জেলা টিম লিডার, সিএফটিএম প্রকল্প, পটুয়াখালী সোহেল মাহামুদ প্রকল্প কর্মকর্তা, সিএফটিএম প্রকল্প, পটুয়াখালী
প্রতিবেদন প্রণয়নকারী	:	মোঃ আবুল হাসান প্রোগ্রাম হেড, কোস্ট ফাউন্ডেশন
সম্পাদনা	:	সৈয়দ আমিনুল হক পরিচালক-এমই এন্ড আইএ, কোস্ট ফাউন্ডেশন রেজাউল করিম চৌধুরী নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন
প্রচ্ছদ ছবি	:	ম্বীন মোহাম্মাদ শিবলী ও জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃপক্ষ
মুদ্রণ ও ডিজাইন	:	জাহাঙ্গীর প্রিন্টার্স এন্ড পেপারস সাপ্লাইয়ারস, ঢাকা
ঘোষণা	:	কোস্ট ফাউন্ডেশন পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলার জৈনকাঠী ইউনিয়নের জলবায়ু বিপদাপন্নতা এবং স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা সংক্রান্ত এই বিশ্লেষণ প্রতিবেদনটি উক্ত এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় প্রস্তুত করেছে। উক্ত প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে প্রকাস (PROKAS), ব্রিটিশ কাউন্সিল। এই প্রতিবেদনটি জৈনকাঠী ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের দেয়া মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং,এখানে বর্ণিত মতামত, চিহ্নিত ইস্যু সমূহ এবং ভবিষ্যতের পদক্ষেপগুলি কি হবে তা সম্পূর্ণ প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর তৈরি, তহবিল প্রদানকারী সংস্থার নয়।
মুদ্রণ	:	অক্টোবর, ২০২১
যোগাযোগ	:	কোস্ট ফাউন্ডেশন প্রধান কার্যালয় মেট্রো মেলোডি (১ম তলা), বাড়ি # ১৩, রোড # ২ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ইমেইলঃ info@coastbd.net ; ; ওয়েবঃ www.coastbd.net টেলিফোনঃ (+৮৮ ০২) ৫৮১৫০০৮২/ ৫৮১৫২৮২১/ ৮১৫২৭৯০/ ৪৮১১৩৭৪৪/ ৫৮১৫২৫৫৫

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ০১-০২

২. উদ্দেশ্য ০২-০২

৩. বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও অভিযোজন পরিকল্পনায় আমরা যে সকল পদ্ধতি অনুসরন করেছি ০২-০৪
- ক. নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ
- খ. সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা
- গ. ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষন
- ঘ. সরকারি স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার
- ঙ. অবগতকরণ কর্মশালা
- চ. ওয়ার্ডভিত্তিক জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ততা এবং অভিযোজন নিরুপন
- ছ. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)
- জ. সীমাবদ্ধতা

৪. ইউনিয়নের ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা ০৪-০৮
- ক. ভৌগলিক অবস্থান ও আয়তন
- খ. জনসংখ্যা এবং এর কাঠামোগত বিশ্লেষণ
- গ. অর্থনৈতিক অবস্থা [জনগোষ্ঠীর পেশা, প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আয়ের উৎসসমুহ বর্ণনা ও বিশ্লেষনমূলক চিত্র]
- ঘ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন
- ঙ. যোগাযোগ [আভ্যন্তরীন ও জাতীয়]
- চ. সামাজিক অবকাঠামো
- ছ. প্রাকৃতিক সম্পদ ইকো সিস্টেম [প্রাকৃতিক জলাভূমি,বনভূমি ইত্যাদি]

৫. ইউনিয়ন পরিষদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও জীবনযাত্রায় তার প্রভাব ০৯-১৩

৫.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ [ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতি,গত ১০ বছরের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য]
- ক. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস
- খ. জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা [খাবার পানি ও পুকুরের পানি, নদীর প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় খাল গুলোতে লবণাক্ততার প্রাধান্য]
- গ. জলাবদ্ধতা
- ঘ. নদীভাঙ্গন
- ঙ. পানি সংকট [সুপেয় পানি, কৃষি কাজে পানি সংকট, মৎস্য ব্যবস্থাপনায় প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি]
- চ. বনায়ন হ্রাস

৫.২ কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকট

৫.৩ বাঁধ ব্যবস্থাপনা এবং এর সমস্যা

সূচিপত্র

৬. অত্র এলাকায় অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কেন বা যৌক্তিকতা ১৩-১৬
৬.১ অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং এর ফলে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে
ক. উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই বেরিবাঁধ নির্মাণ
খ. জমিতে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করতে খাল খনন কর্মসূচী, অগভীর নলকূপ স্থাপন ও নষ্ট সুইচগেইট মেরামত ও নির্মাণ
গ. জমির জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নতকরণ
ঘ. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বিবেচনায় আশ্রয় কেন্দ্র ও মাটির কেল্লা নির্মাণ
ঙ. দুর্যোগ ঝুঁকি, ভূমিক্ষয় ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব প্রশমনে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি
চ. সুপেয় পানির অভাব দূর করতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির সম্প্রসারণ
ছ. কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধির পাশপাশি সহজ শর্তে ঋন প্রদান
জ. ক্ষতিগ্রস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সমাজিক উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি
ঝ. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় কমাতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ভার্মি কম্পোষ্ট ও জৈবসারের ব্যবহার সম্প্রসারণ

৭. কোন কোন খাতে অভিযোজন পরিকল্পনা অগ্রাধিকার পেতে পারে ১৬-১৭
ক. যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস
খ. সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য
গ. কৃষি ও সেচ
ঘ. যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুকিহ্রাস
ঙ. মানবসম্পদ উন্নয়ন [দক্ষতা উন্নয়ন]

৮. এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদের সেক্টর ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ ১৭-২৯
৮.১ সেক্টর ও ওয়ার্ড ভিত্তিক বিস্তারিত অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ
ক. সেক্টর/ খাতঃ কৃষি ও সেচ
খ. সেক্টর/খাতঃ স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]
গ. সেক্টর/ খাতঃ যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [রাস্তা, কালভার্ট মেরামত/নির্মান]
ঘ. সেক্টর/ খাতঃ যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [বাঁধ, সুইচ গেইট, সাইক্লোন সেল্টার/কিল্লা নির্মাণ]
ঙ. মানব সম্পদ উন্নয়ন [দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ]

৯. চলতি বছরের বাজেট পরিকল্পনা ৩০-৩০

১০. সংযুক্তি-১ : উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট বই ৩১-৩৫

১০. সংযুক্তি-২ : ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] প্রতিবেদন ৩৬-৪০

১. ভূমিকা

শিল্পোন্নত দেশগুলোর মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমণের কারনে বৈশ্বিক জলবায়ু ক্রমশই পরিবর্তিত হচ্ছে। একেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দায় না থাকলেও তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তরাষ্ট্রীয় প্যানেল (আইপিসিসি)'র ভবিষ্যানুমান অনুযায়ী কার্বন নিঃসরনের এই হার অব্যাহত থাকলে ২১ শতকের শেষ দশক নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৮০ থেকে ৪.০০ সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে[১] এবং অঞ্চলভেদে জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ভিন্নতর হবে বাংলাদেশে এর নেতিবাচক প্রভাবে ক্রমেই বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১ [Global Climate Risk Index (CRI) 2021] এর তথ্য অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম।

আইপিসিসি'র ৪র্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.১৮ থেকে ০.৭৯ মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে[২]। ধারণা করা হচ্ছে, নিকট ভবিষ্যতে সমুদ্র পৃষ্ঠের পরিবর্তন, ও এর ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বেড়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশে ২০ মিলিয়ন এর অধিক মানুষ জলবায়ু বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। একই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশে পৌনপৌনিক ও তীব্রতর বন্যা, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা বাড়বে যা জনসাধারণের জীবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মারাত্মক ভাবে বাধাগ্রস্ত করবে। বাংলাদেশ সরকারের বাজেট প্রতিবেদনে (২০২১-২২) বলা হয়েছে ২০৫০ সালে বাংলাদেশ তার ভূমির ১৭ শতাংশ এবং খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ৩০ শতাংশ হারাবে[৩]। আবাসযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পাওয়ায় গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস্তুভিটা ত্যাগ করে শহরে এসে বস্তিতে বসবাস করবে। এর ফলে শহরাঞ্চলগুলো বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত অতি ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর সংকট আরো তীব্র হবে। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার (আইডিএমসি) এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী শুধু মাত্র ২০২০ সালে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ৪.৪ মিলিয়ন মানুষ তাৎক্ষনিক বাস্তুচ্যুত হয়েছে যার সিংহভাগই হচ্ছে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে।

বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে, প্রতি ৩ থেকে ৫ বছরে বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হয় এবং তাতে অবকাঠামো, বাসস্থান, কৃষি এবং জীবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকিতে থাকে, গড়ে প্রতি ৩ বছরে একবার বর্ষা মৌসুমের শুরুতে অথবা শেষে একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে এবং প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে যা প্রায় ১০ মিটারের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন হয়। উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ও মাটির স্তরে লবণাক্ত পানির প্রবেশ এবং জলাবদ্ধতার কারণে জীবন ও জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়[৪]। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ এ প্রাক্কলন করা হয়েছে যে সহনীয় মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিবছর দেশের জিডিপির ১.৬ শতাংশ ও চরম মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জিডিপির ২.০ ক্ষতি হবে। সরকার ২০০৯ সালে জলবায়ু বিষয়ক সকল কার্যক্রমকে সমন্বয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা-২০০৯ (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করেছে এতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে যা ৬টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করেছে। এছাড়া সরকারের জলবায়ু অর্থায়নের ধারা এবং এর কার্যকারীতা মূল্যায়নে ২০১২ সালে Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) সম্পন্ন করে, এবং CPEIR-এ প্রদত্ত সুপারিশমালা অনুসরন করে সরকার ২০১৪ সালে Bangladesh Climate Fiscal Framework (BCFF) প্রণয়ন করেছে যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নের সঠিক এবং খাতওয়ারী আয়-ব্যয় হিসাব সংরক্ষণ করা।

নদী ভাঙ্গন তাদের স্থানীয় এলাকা থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। ছবি- ইন এম, শিবলী

BCFF অনুসরন করেই সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি পরিকল্পনা এবং কৌশলসমূহকে সরকারি বাজেট ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মোট ২৫টি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তনে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১. ওয়ার্কিং গ্রুপ ১, আইপিসিসি, জলবায়ু পরিবর্তন ২০০৭: ভৌত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদন
২. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ পৃ.৪ ও ১৭
৩. টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ পৃষ্ঠা-১
৪. বিশ্বব্যাংক (২০১০) ইকোনমিক্স অব এডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ, বাংলাদেশ

বর্তমানে সরকার প্রতিবছর বার্ষিক জাতীয় বাজেটের শতকরা প্রায় ৬-৭ ভাগ অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বরাদ্দ দিচ্ছে। দেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের বিনিয়োগের তিন-চতুর্থাংশ আসে নিজস্ব রাজস্ব থেকে, বাকিটা আসে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে[৫]। জলবায়ুজনিত ঝুঁকির বিরূপ প্রভাব প্রশমন এবং অভিযোজনের লক্ষ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে ২৫ হাজার ১২৪ কোটি ৯৮ লাখ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই অর্থ মোট বাজেটের ৭ দশমিক ২৬ শতাংশ।

আমরা মনে করি সরকারের এই নীতি ও অর্থায়ন কৌশলের সাথে স্থানীয় সরকারের একটা যোগসূত্র থাকা উচিৎ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা থাকলে এবং সেটা সরকারের কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সাদৃশ্য হলে সরকারের পরিকল্পনা ও অর্থায়ন উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকারীতা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

এই অনুধাবন থেকেই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিকল্পনা ও অর্থায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা উক্ত ইউনিয়নটিকে চিহ্নিত করেছি। বাংলাদেশের দক্ষিন উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীর সদর উপজেলার জৈনকাঠী ইউনিয়নটি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে ক্ষতিগ্রস্থ।

জলবায়ু পরিবর্তনের নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব এখানে চরম মাত্রায় বিদ্যমান যেমন- ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, নদী ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, জোয়ারভাটার প্রভাব ইত্যাদি। স্থানীয় সরকারের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা এবং এর বাস্তবায়ন একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প কার্যক্রম। নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ তাদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্থতা এবং ভবিষ্যত বিপদাপন্নতা নিরুপন করে তাদের অগ্রাধিকার চাহিদা এবং অভিযোজন খাতে বাজেট পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে। ফলে উক্ত ইউনিয়নের পক্ষে সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকারের সক্ষমতা অর্জিত হতে পারে।
ইতিমধ্যেই সরকার জাতীয়ভাবে অভিযোজন পরিকল্পনা প্রনয়নে (National Adaptation Plan-NAP) কাজ করছে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের গৃহীত এই অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারনে একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

২. উদ্দেশ্য

ক. স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহণে এই জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও ক্ষতিগ্রস্থতা নিরুপন করার ফলে তাদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন, নেতিবাচক প্রভাব, অভিযোজন কৌশল এবং অগ্রাধিকার চাহিদা বিষয়ক ধারনাগত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

খ. স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক ধারনা পাবে, এবং তারা উন্নয়ন বাজেট পরিকল্পনা প্রক্রিয়াতে পরিবর্তন আনতে পারবে এবং ভবিষ্যতে সরকারের জাতীয় অভিযোজন কৌশলে সাথে তাদের পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে সক্ষম হবে। এই পরিবর্তনের ফলে সরকারের জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সংগতি রেখে নতুনভাবে অভিযোজন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করতে পারবে।

গ. যেহেতু স্থানীয় সরকারের এই পরিকল্পনা জলবায়ু অভিযোজন কেন্দ্রিক তাই ইউনিয়ন পরিষদ পাঁচ বছর মেয়াদী সাধারন পরিকল্পনা থেকে জলবায়ু অর্থায়ন পরিকল্পনাকে আলাদা করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং সরকারে জলবায়ু অর্থায়নে প্রবেশাধিকার বাড়াতে বিভিন্ন অর্থায়নের উৎসে প্রয়োজনীয় লবিং করতে পারবে।

৩. বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও অভিযোজন পরিকল্পনায় আমরা যে সকল পদ্ধতি অনুসরন করেছি

ক. নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তথ্য সংগ্রহ

প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন নথিপত্র, রেকর্ড, রেজিষ্টার ও দলিলাদি পর্যালোচনা করেছি এবং ইউনিয়ন পরিষদবর্গের সাথে নিরবিচ্ছিন্ন আলোচনা স্বাপেক্ষে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি তারমধ্যে- ইউনিয়নের আয়-ব্যয়ের খাত, বিগত বছরের সাধারন উন্নয়ন বাজেট ও পরিকল্পনা,ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র, বিগত বছরের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ইত্যাদি যা আমাদের জৈনকাঠী ইউনিয়নের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এবং ইউনিয়ন পরিষদের সেক্টর ভিত্তিক ৫ বছরের অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপন তৈরিতে সহায়তা করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মতামত গ্রহন করা হয়েছে।

খ. সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান প্রভাব এবং এর ভবিষ্যত তীব্রতা ও ব্যাপকতা বিষয়ে ধারনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে এর সংশ্লিষ্টতা নিরুপন এবং অনুধাবন করার নিমিত্তে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কৌশল এবং বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করেছি। তারমধ্যে আইপিসিসি'র সর্বশেষ প্রতিবেদন, আইপিসিসি: জলবায়ু পরিবর্তন ২০০৭: ভৌত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদন, পাবলিক এক্সপেন্ডিচার এন্ড ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ [Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR)], বাংলাদেশ ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক [Bangladesh Climate Fiscal Framework (BCFF)],ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (২০১০) ইকোনোমিক এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ World Bank (2010) Economic of Adaptation to Climate Change, Bangladesh, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯, টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯ থেকে ২১-২২, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা সারসংক্ষেপ ২১০০, ২০১১ সালের আদমশুমারী প্রতিবেদন এবং জেলা, উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন ইত্যাদি। এর পাশাপাশি আমরা এই বিপদাপন্নতা বিশ্লেষনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সরকারি ওয়েবসাইট এবং জাতীয় ও স্থানীয় পত্র-পত্রিকার তথ্য ও উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করেছি।

৫. টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন: বাজেট প্রতিবেদন ২০২১-২২ পৃষ্ঠা-৬

গ. ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষন

বিপদাপন্নতার সঠিক রুপরেখা বিশ্লেষনের জন্য জৈনকাঠী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল (সেচ ও সুপেয় পানি সংকট প্রবন অঞ্চল, জলবদ্ধ ,নদীভাঙ্গন ও লবণাক্ত প্রবন অঞ্চল ইত্যাদি) আমরা সরজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন করার পাশাপাশি ক্ষতিগস্থ জনগোষ্ঠীর মতামতও গ্রহণ করেছি। এই ধরনের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষনের ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমুহের শুদ্ধতা যাচাই করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আবার অন্যদিকে কিছু কিছু তথ্য ও উপাত্তের ঘাটতি পূরনেও সহায়ক হয়েছে, যেখানে ইউনিয়ন পরিষদ কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসমর্থ হয়েছিল। আমরা ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক, জেলে, দিনমজুর, বেড়ির পাড়ের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জলবায়ু বাস্তুচ্যুত পরিবার সহ অন্যান্য পেশার মানুষের সাথে আলোচনা করেছি। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষনে তাদের অভিজ্ঞতা শুনেছি এবং প্রাপ্ত চাহিদাগুলোর যৌক্তিকতা যাচাই করার চেষ্টা করেছি।

ঘ. সরকারি স্টেকহোল্ডারদের সাক্ষাৎকার

ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের শুদ্ধতা ও যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ছিলো এই জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষনের অন্যতম একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে আমরা জৈনকাঠী ইউনিয়নের উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণি সম্পদ ও মৎস্য কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এবং সেচ ও কৃষিখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান প্রভাব, ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র এবং ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রদত্ত চাহিদা ও আর্থিক প্রক্ষেপন পর্যালোচনা করেছি। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো যেমন- রাস্তা, কালভার্ট, বেড়িবাধ, স্লুইচ গেইট, সাইক্লোন সেল্টার/ মাটির কিল্লা নির্মাণ সহ উপকূলীয় সুরক্ষা ইস্যুতে আমরা উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার এবং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ক সমস্যা নিয়ে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। সেখানে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রদত্ত মতামতের ভিত্তিতে জলবায়ু বিপদাপন্নতার চিত্র ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় চাহিদা ও আর্থিক প্রক্ষেপন পর্যালোচনা করা হয়।

ঙ. অবগতকরণ কর্মশালা

জৈনকাঠী ইউনিয়নের জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষন এবং পাঁচ বছর মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে আমরা ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য, সচিব ও চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণে দিনব্যাপি কর্মশালার আয়োজন করেছি। কর্মশালায় আমরা আমাদের উদ্দেশ্য, এই ধরনের বিপদাপন্নতা বিশ্লেষন ও অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি পাশাপাশি জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক ধারনা, সাধারন উন্নয়ন বাজেট পরিকল্পনার পাশাপাশি সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংগতি রেখে জলবায়ু অভিযোজন বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল প্রভৃতি ইস্যুগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সকলের সমন্বিত মতামতের ভিত্তিতে কার্যপ্রক্রিয়া ও বিস্তারিত পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অভিষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং নিজেদের দায়িত্ব সমুহ সুনির্দিষ্ট করতে জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ ও কোস্ট-সিএফটিএম প্রকল্পের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক অনুষ্ঠিত হয়।

চ. ওয়ার্ড ভিত্তিক জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা এবং অভিযোজন নিরুপন

এই জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা এবং অভিযোজন নিরুপন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহন ও মতামত গ্রহণের জন্য আমরা জৈনকাঠী ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে পর্যায়ক্রমে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা এবং অভিযোজন নিরুপন সভা বাস্তবায়ন করেছি। যেখানে ওয়ার্ডের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ স্বতস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করেছে এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও চাহিদা উপস্থাপন করেছে। সাধারন জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে যার ফলে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে অভিজ্ঞতা ও চাহিদা গ্রহণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে স্থানীয় জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা এবং অভিযোজন চাহিদা বিষয়ক ধারনাগত জ্ঞানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছ. ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] এর মাধ্যমে আমরা ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রাপ্ত তথ্যের গুনগতমান যাচাই করেছি।

চিত্র-১: এফজিডিতে অংশগ্রহনকারীদের তুলনামূলক চিত্র

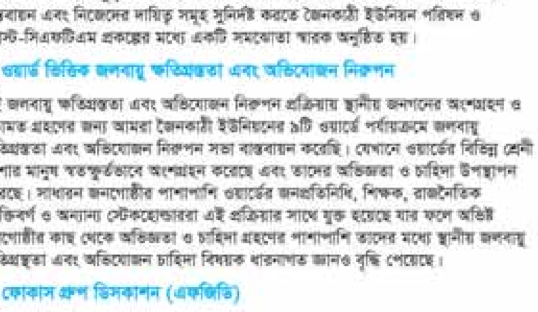

জৈনকাঠী ইউনিয়নের জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষন ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়নের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে সর্বমোট ১৯ টি এফজিডি করা হয়েছে, এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সর্বমোট ৩৪১ জন অংশগ্রহণকারী যেমন- ইউপি সদস্য, শিক্ষক, রাজনীতিবীদ, প্রবীন ব্যাক্তিবর্গ, নারী নেত্রী, কৃষক, জেলে, শ্রমজীবী ও যুব

প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছে। স্থানীয় নাগরিকদের সমস্যা ও সুচিন্তিত মতামত বিশ্লেষনের জন্য কাঠামোগত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে এবং এই প্রশ্নমালার আলোকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতার প্রকৃতি আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ, কৃষি ও সেচ, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস যেমন-বাধ, সেল্টার/ কিল্লা মেরামত ইত্যাদি বিষয় সমুহের উপর তাদের ধারনা, তাদের চাহিদা ও প্রক্ষেপন ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে।

জ. সীমাবদ্ধতা

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যের পর্যাপ্ততার সীমাবদ্ধতা ছিলো যা আমরা উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংমিশ্রিত করে সাধারন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি।

জলবায়ু বিপদাপন্নতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকার কারনে অনেক সময় এফজিডিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া বা স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সংখ্যা কিছুটা কম লক্ষ্য করা গেছে। সে কারনে আমাদেরকে বিষয় সমুহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করতে হয়েছে যা ছিলো যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। এভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা, স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অভিজ্ঞোন চাহিদা নির্ণয় ও তার যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করেছি।

কিছু ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরের তথ্য প্রদানে এড়িয়ে চলার প্রবনতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমস্যা বা চাহিদার বিষয়সমুহ অনেক সময় অতিরঞ্জিত করার প্রবনতা ও লক্ষ্য করা গেছে। সেক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট বিষয়সমুহ অকুস্থলে এবং সরেজমিনে পর্যবেক্ষন করার চেষ্টা করেছি এবং প্রয়োজনে একাধিকবার ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে সর্বসম্মত উপায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি।

সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদাপন্নতা বিশ্লেষনে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমুহের সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স ব্যবহার করলেও স্থানীয় পর্যায়ে (প্রস্তাবিত ইউনিয়ন পরিষদ) এ বিষয়ে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক ধারা/নীতি অনুশীলন করা সম্ভব হয় নাই। এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষনে আমরা শুধুমাত্র জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্যসমুহ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এসকল তথ্যসমুহ নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা, অভিজ্ঞতা ও ধারনাসমুহের সাথে সংশ্লেষ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। যে কারনে আমরা উক্ত প্রতিবেদনকে "জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষনের সামাজিক ধারনা" হিসাবে অভিহিত করছি।

৪. ইউনিয়নের ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা

ক. ভৌগলিক অবস্থান ও আয়তন

জৈনকাঠী ইউনিয়নের মোট আয়তন ২০.৭২ বর্গ কিলোমিটার। জেলা শহড় থেকে প্রায় ৩.৫ কি:মি: দূড়ে অবস্থিত ইউনিয়নটির উত্তরে লোহালিয়া নদী, পূর্বে ধরান্দী নদী, দক্ষিণে সেহাকাঠি ভাড়ানির খাল, পশ্চিমে কালিকাপুর ও পটুয়াখালি পৌরসভা অবস্থিত। ৫টি মৌজা [কেশবপুর, পূর্ব জৈনকাঠি, চর জৈনকাঠি, ফেদাইনগর, সেহাকাঠি] ও ১১টি গ্রাম [চামটা, কেশবপুর, ঠেংগাই, ভাগিরাবাদ, তালবাড়িয়া, পিরতলা, পূর্ব জৈনকাঠি, চরজৈনকাঠি, ফেদাই নগর, উত্তর সেহাকাঠি, দক্ষিণ সেহাকাঠি] নিয়ে জৈনকাঠী ইউনিয়ন গঠিত। জৈনকাঠী ইউনিয়নের ভেতর ও বাহিরে প্রবাহিত হয়েছে মূলত ৯টি প্রধান নদী ও খাল তার মধ্যে- ভারানীর খাল, চন্দনবাড়িয়ার খাল, লোহালিয়া নদী, ভুরিয়া/গড়াই নদী, কেশবপুর নদী, ঠেংগাই নদী, কমলাপুর নদী, চোরাবালির নদী, কাটাখালী নদী। এই সকল নদী ও খাল থেকে ভেতরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে আরো ছোট ছোট খাল যেমন- ফুলতলার খাল, নাউটানা খাল, চারাবুনিয়ার খাল, গগণ খালীর খাল, সুদুড় বাড়িয়ার খাল, পিপড়াবুনিয়ার খাল, মৌবাড়িয়ার খাল, নালাখাল ইত্যাদি।

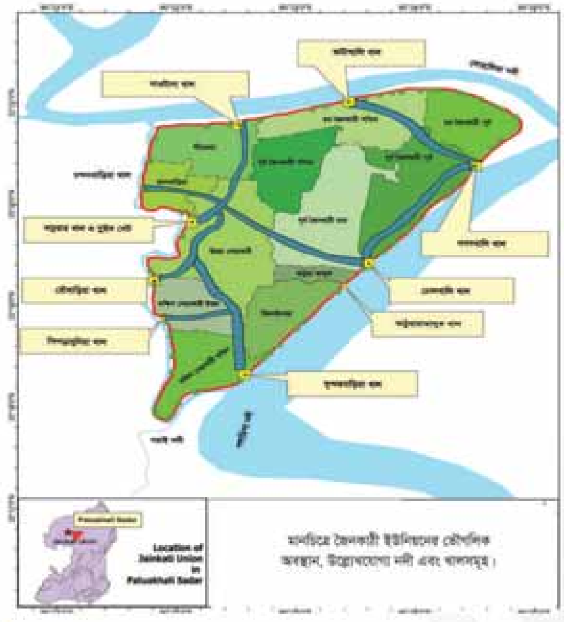

খ. জনসংখ্যা এবং এর কাঠামোগত বিশ্লেষণ

সর্বশেষ আদমশুমারী ও গৃহ গণনা ২০১১ তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়নের ৫টি মৌজায় মোট খানা ৩৭৮৬টি এবং মোট জনসংখ্যা ১৭৫১৪ জন, তারমধ্যে নারী ৮৮২৫ জন এবং পুরুষ ৮৬৮৯জন। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষনে দেখা যায় ৫-৯ বছর বয়সী মোট জনসংখ্যা ২৫৭৯ জন তারমধ্যে নারী ১২৭৮ জন ও পুরুষ ১৩০১ জন, ১০-১৪ বছর বয়সী মোট জনসংখ্যা ২২৩৬ জন তার মধ্যে নারী ১১৪১ জন এবং পুরুষ ১০৯৫ জন, ১৮ বছরের উর্ধে মোট জনসংখ্যা ১২৬৯৯ জন তার মধ্যে নারী ৬৪৫২ জন এবং পুরুষ ৬২৪৭ জন। খানা প্রতি জনসংখ্যা প্রায় ৪.৬ জন। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৮৪৬ জন। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯৮% ইসলাম ধর্মের অনুসারী বাদবাকী ২% হিন্দু ধর্মের অনুসারী, জৈনকাঠী ইউনিয়নে অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদের বসবাস নেই। স্থানীয় জনসাধারন ও ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্রমতে গত ১০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক, বর্তমানে ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা প্রায় ৪৫৭৮ এবং মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৯২৭৬ জন তার মধ্যে নারী ১৪৯৮০ জন এবং পুরুষ ১৪২৯৬ জন সেই হিসেবে মোট জনসংখ্যার ৫১.১৭% নারী এবং ৪৮.৮৩% হচ্ছে পুরুষ, খানা প্রতি জনসংখ্যা প্রায় ৬ জনের অধিক এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ১০১০ জন।

চিত্র-২: জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণের চিত্র

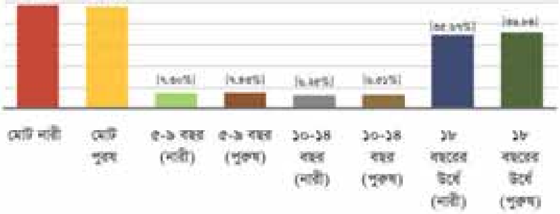

গ. অর্থনৈতিক অবস্থা [জনগোষ্ঠীর পেশা, প্রধান অর্থনৈতিক কার্যাবলী ও আয়ের উৎসসমুহ বর্ননা ও বিশ্লেষনমূলক চিত্র]

ইউনিয়ন পরিষদ ও কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের প্রদত্ত সুত্রমতে, ইউনিয়নের অর্থনীতি মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল, প্রায় ৮০% মানুষের জীবন ও জীবিকা কৃষিকাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, বছরের বিভিন্ন সময় উৎপাদিত রবি শষ্য এখানকার প্রধান অর্থকারি ফসল যেমন- মুগ, মসুর, খেসারি, বাদাম, তরমুজ, আলু, শসা, পেয়াজ, রসুন, তিল ইত্যাদি।

চিত্র-৩: জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র

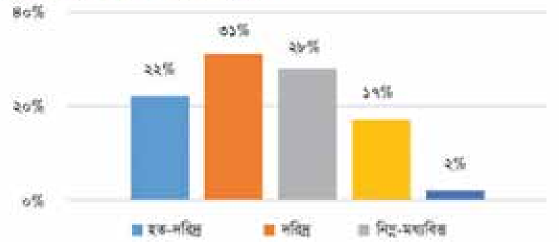

এছরাও এখানে আউশ,আমন, রোপা আমন ও বোরো ধানের চাষ হয় নিয়মিত ভাবেই। জৈনকাঠী ইউনিয়নে বানিজ্যিকভাবে কোন মৎস্য হ্যাচারী গড়ে উঠেনি তবে ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী রয়েছে যারা ব্যাক্তিগত পুকুড়ে মাছ চাষ করে ও জেলে সম্প্রদায় রয়েছে যারা মূলত নদী ও সাগড়ে মাছ ধরে,তাদের এই মৎস্য আহরনকে কেন্দ্র করে জৈনকাঠি ইউনিয়নের সেহাকাঠী-তে বেশ কয়েকটি মৎস্য ঘাট ও আড়ৎ গড়ে উঠেছে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০% এই মৎস্যজীবী পেশার সাথে যুক্ত। এছাড়াও ৪% সরাসরি দিনমজুর/ শ্রমজীবী, ২% রিকসা, ভ্যান ও অটো ড্রাইভার, ২% জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ব্যাবসার সাথে যুক্ত যেমন- ক্ষুদ্র মুদি দোকানদার, চায়ের দোকানদার, পানের দোকানদার, সবজি বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য পেশার মধ্যে চাকুরীজীবি, ধোপা, নাপিত, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রি, প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে আরো ২% জনগোষ্ঠী। স্থানীয় কৃষি বিভাগের সুত্র মতে জৈনকাঠী ইউনিয়নে মোট কৃষক পরিবার প্রায় ৩২০০ এবং মোট জমির পরিমান ২০৩০ হেক্টর তার মধ্যে আবাদি জমির পরিমান ১৭৮০ হেক্টর, মোট পতিত জমির পরিমান প্রায় ২৫০ হেক্টর। ইউনিয়নের ৩টি ব্লকে ১ ফসলি জমির পরিমান মোট ২৫৯.৭ হেক্টর, ২ ফসলি জমির পরিমাণ প্রায় ১২৫৮.৪৫ হেক্টর এবং ৩ ফসলি জমির পরিমান ২৬১.৮৫ হেক্টর।

জৈনকাঠী ইউনিয়নে মৌসুম ভিত্তিক মোট ২০৪৫ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয় তার মধ্যে ২২৮ হেক্টর জমিতে আউশ ধান, ১৭২০ হেক্টর জমিতে আমন ধান এবং ৩২ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়। উফশি জাতের এই ধানের ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৪.৫ মে: টন। এছারাও প্রায় ৬৫ হেক্টর জমিতে স্থানীয় জাতের ধানের চাষ হয়ে থাকে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় প্রায় ২.৫ মে: টন। ধান উৎপাদনের পাশাপাশি এখানে রবিশষ্যের ব্যাপক চাষ হয়, উল্লেখযোগ্য রবি শষ্যের মধ্যে মুগডাল, খেসাড়ী ডাল, বাদাম, মরিচ, সূর্যমুখী, সরিষা,তর-মুজ, ভুট্টা, অন্যতম। এছারাও অন্যান্য রবি শষ্যের মধ্যে রয়েছে মিষ্টি আলু, ফেলন ডাল ইত্যাদি, জৈনকাঠী ইউনিয়নে মোট ৩টি ব্লকের ১৫০৯.৫ হেক্টর জমিতে প্রায় প্রতিবছর ১০১৯৯ মে: টন রবি শষ্য উৎপাদন হয়।

টেবিল-১: মোট ফসলি জমির পরিমান এবং ধান ও রবি শষ্য চাষের জমি ও উৎপাদনের চিত্রঃ

মোট ফসলি জমির পরিমান [হেক্টর]				ধান চাষের জমি ও উৎপাদনের চিত্র		রবি শষ্য চাষের জমি ও উৎপাদনের চিত্র	
১ ফসলি জমি	২-ফসলি জমি	৩-ফসলি জমি	মোট জমি	মোট জমির পরিমাণ (হেক্টর)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)	মোট জমির পরিমাণ (হেক্টর)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন)
২৫৯.৭	১২৫৮.৪৫	২৬১.৮৫	১৭৮০	২০৪৫	৯০৭২.৫	১৫০৯.৫	১০১৯৯

ঘ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন

সরকারি সূত্র মতে জৈনকাঠী ইউনিয়নে শিক্ষার হার প্রায় ৪৫.৯৮%, পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুযোগসুবিধার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারনে এখানকার শিক্ষার প্রসার তেমন একটি অগ্রগতি হয়নি। জৈনকাঠী ইউনিয়নে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২টি তারমধ্যে সরকারি ৭টি, বেসরকারি ২টি এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ৩টি,নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, বেসরকরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি ও ১টি কলেজ রয়েছে। পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে উচ্চ শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পৌরসভা অথবা জেলা শহরে যেতে হয় যা কষ্টসাধ্য ও যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ, ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্র মতে অত্র অঞ্চলে ঝড়ে পরার হার শতকরা প্রায় ৪৫%।

জৈনকাঠী ইউনিয়নে ক্রমশ স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়দের মতে অনাবৃষ্টি দেখা দিচ্ছে, তাপমাত্রা ও লবনাক্তার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপুষ্টি ইতিমধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে অবির্ভূত হয়েছে, অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেছেন যে মাটিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে শাক-সবজির উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ফলে পারিবারিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

চিত্র-৪: স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি এবং প্রভাবসমূহ

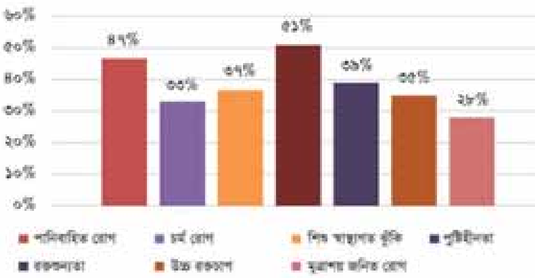

এছাড়াও জলোচ্ছ্বাস, উপকূলীয় বন্যা ও নিয়মিত জোয়ারের ঘটনায় টিউবওয়েল, নদী, খাল ও পুকুরের পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শিশু স্বাস্থ গত ঝুঁকি সহ পানি বাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রধান শিকার হচ্ছে নারী, শিশু, কিশোরী ও বৃদ্ধরা।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে জৈনকাঠী ইউনিয়নে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে,পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, অপর্যাপ্ত ঔষুধ সরবরাহ সহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জড়িত এই সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয়দের সুচিকিৎসার জন্য জেলা সদরে গিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হয়, যা তাদের জন্য যথেষ্ট ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। একারনে অনেকেই স্থানীয় গ্রামীন চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে যা যথেষ্ট ঝুকিপূর্ণ।

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদের দেয়া তথ্যমতে ইউনিয়নের প্রায় ১৮% এর অধিক পরিবার এখনো খোলা টয়লেট ব্যবহার করার ফলে চারপাশে, ময়লা, জীবানু ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, ৪৭% পরিবারের টয়লেটের লাইন সরাসরি নদী ও খালের সাথে সংযুক্ত, এবং প্রায় ৬৫% পরিবারের টয়লেট ওয়াটার সিলড যুক্ত না হওয়ার ফলে আশেপাশের পরিবেশ দুষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রোগের সংক্রমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও প্রতি বছর ৬০-৬৫% টয়লেট জলোচ্ছ্বাসের পানিতে তলিয়ে যায়, সেই সময় পানিবাহিত রোগ মহামারি আকার ধারন করে। ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সুত্রমতে জৈনকাঠী ইউনিয়নে খোলা টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৮%, কাঁচা টয়লেট ব্যাবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৯%, আধাপাকা ৩১% এবং পাকা টয়লেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১২%।

ঙ. যোগাযোগ [আভ্যন্তরীন ও জাতীয়]

পটুয়াখালী সদর উপজেলা থেকে মাত্র ৩.৫ কিঃ মিঃ দূরত্বের পথ জৈনকাঠী ইউনিয়ন। জেলা ও উপজেলা সদরের সন্নিকটবর্তী হলেও আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যাবস্থার তেমন একটা উন্নত হয়নি। ইউনিয়নের মোট রাস্তার প্রায় ৮৮% এখনও কাঁচা ও আধা পাঁকা। আর পাকা রাস্তার অধিকাংশেই বিভিন্ন স্থানে ভাঙাচিতে পরিপূর্ণ। প্রতি বছরই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে স্থানীয় জনসাধারন ও ইউনিয়ন পরিষদবর্গ জানান। জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের পানিতে ইউনিয়নের প্রায় ৪৫% রাস্তাঘাট নিয়মিতভাবেই পানিতে ডুবে যায় তখন রাস্তাগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং স্থায়ীত্বশীলতা নষ্ট হয়, বিশেষ করে

লবণাক্ত পানির কারনে রাস্তাগুলো টেকসই হয়না। ইউনিয়ন পরিষদ তার সীমিত সামর্থের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাগুলোর কিছু মেরামত করলেও বরাদ্দের ঘাটতির কারনে অধিকাংশ রাস্তাই মেরামত করতে পারে না ফলে জনদুর্ভোগের শিকার হতে হয় স্থানীয়দের। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়ে অসুস্থ রোগী বিশেষ করে গর্ভবতী মা, শিশু ও বৃদ্ধরা। আবার অল্প সময়ের রাস্তা পাড়ি দিতে ৫ থেকে ৬ গুন বেশি সময় লাগে যা তাদের শ্রম ও কর্মঘন্টাকে নষ্ট করে।

গত ৫ বছরেরবিশ্লেষনে দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে ইউনিয়নের প্রায় ৩০- ৩২কিঃ মিঃ পাকা, আধা পাকা ও কাচা রাস্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সড়ক পথ ছাড়াও নৌ-পথে জেলার অন্যান্য উপজেলায় আসা যাওয়া করা যায়, যেমন গলাচিপা, রাঙ্গাবালি, বাউফল, দশমিনা। নৌপথের যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মধ্যে যাত্রীবাহী লঞ্চ যা জেলা সদর থেকে ছেড়ে আসে গলাচিপা হয়ে রাঙ্গাবালি পর্যন্ত, এছাড়াও রয়েছে ট্রলার, ছোট বড় নৌকা ইত্যাদি।

ঝড় বন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে জৈনকাঠী ইউনিয়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কালভার্ট সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ছবি- জৈনকাঠী ইউনিয়ন

টেবিল-২: জৈনকাঠী ইউনিয়নের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতার চিত্র।

ক্র.	রাস্তার ধরন	পরিমান	যোগাযোগ ব্যবস্থায় জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা
১	মোট রাস্তার পরিমান	৮৫ কিলোমিটার।	গত ৫ বছরের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের আঘাত এবং ভারি বর্ষনের কারনে জৈনকাঠী ইউনিয়নে প্রায় ৩৮% [প্রায় ৩৩ কিঃ মিঃ] পাকা, কাঁচা ও আধাপাকা রাস্তা মারাত্মক ও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বরাদ্দের অভাবে অধিকাংশ রাস্তা মেরামত করতে না পারায় ভোগান্তিতে পড়ছেন স্থানীয়রা। অসুস্থ রোগীরা, বিশেষ করে গর্ভবতী মা, শিশু এবং বৃদ্ধরা সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।
২	পাকা রাস্তার পরিমান	১০ কিলোমিটার।	গত ৫ বছরের ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে জৈনকাঠী ইউনিয়নের প্রায় ৪৫% পাকা রাস্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হয়। তারমধ্যে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আম্ফান ও ইয়াসের প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস ও ভারি বর্ষনের কারনে ইউনিয়নের কটুরাতালুক গ্রামের প্রায় ২ কিঃমিঃ, চরজৈনকাঠী গ্রামের ১.৫ কিঃমিঃ এবং ঠেঙাই গ্রামের প্রায় ১ কিঃমিঃ রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যা এখনো মেরামত করা হয়নি, এতে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।
৩	কাঁচা রাস্তার পরিমান	৭০ কিলোমিটার।	গত ৫ বছরে, জৈনকাঠী ইউনিয়নের প্রায় ৩৯.২৯% কাঁচা রাস্তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং ভারী বৃষ্টির কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তারমধ্যে ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে প্রায় ৩.৫ কিঃমিঃ, ঘূর্ণিঝড় মোরা'য় প্রায় ৫ কিঃমিঃ, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে প্রায় ৬ কিঃমিঃ, ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে প্রায় ৫.৫ কিঃমিঃ,ঘূর্ণিঝড় ইয়াসে প্রায় ৭.৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যা জনসাধারনের স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে।
৪	আধাপাকা রাস্তা	৫ কিলোমিটার।	চলতি বছর ঘূর্ণিঝড় ইয়াস এর প্রভাবে জৈনকাঠী ইউনিয়নের ঠেঙাই গ্রামে ১ কিলোমিটারের বেশি আধা-পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এখনো মেরামতের উদ্যোগ না নেয়ায় এলাকার মানুষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।
৫	ব্রীজ এর সংখ্যা	৭ টি ব্রীজ।	জৈনকাঠী ইউনিয়নে বিভিন্ন খালের উপর মোট ৭টি ব্রীজ রয়েছে, এগুলি চন্দনবাড়িয়া খাল,আড়াপোল খাল,শরীফ বাড়ি খাল, সেয়াকাঠী খাল, বুড়ির খেয়াঘাটে, চামটাপুল এবং চারাবুনিয়া বাজারে অবস্থিত। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল, আমফান এবং ইয়াসের কারণে ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি ব্রীজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তার মধ্যে ২নংওয়ার্ডের শরীফ বাড়ি ব্রিজটি একদিকে ভেঙে খালের দিকে নেমে গেছে এর ফলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে এবং নৌকা সহ অন্যান্য নৌ-যান চলাচল করতে পারছে না, যা অভ্যান্তরীন নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করছে।
৬	কালভার্ট এর সংখ্যা	৭০ টি কালভার্ট।	জৈনকাঠী ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে মোট ৭০টি কালভার্ট রয়েছে, গত ৫ বছরের সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে জৈনকাঠী ইউনিয়নের বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানের প্রায় ১০-১২টি কালভার্ট সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটি যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে এবং সেই সাথে কৃষি জমিতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকেও, বিশেষ করে আমন মৌসুমে, এর ফলে কৃষকের ধান উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে।

সূত্রঃ জৈনকাঠী ইউনিয়নের স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের দেয়া তথ্য মতে

চ. সামাজিক অবকাঠামো

টেবিল-৩: জৈনকাঠী ইউনিয়নের সামাজিক অবকাঠামোসমূহ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতার চিত্র

ক্র.ম	প্রতিষ্ঠানের বিবরন	সংখ্যা	জলবায়ু বিপদাপন্নতার বিবরন
১	আবাসন প্রকল্প	১ টি	ইউনিয়নের পূর্ব জৈনকাঠিতে একটি আবাসন প্রকল্প নির্মিত হয়েছে, কিন্তু তা এখনও ভূমিহীনদের কাছে হস্তান্তর এবং পুনর্বাসন করা হয়নি। ইউনিয়ন পরিষদের মতে, ৫০ টি পরিবার পুনর্বাসিত হতে পারে, কিন্তু এটি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।
২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭টি	জৈনকাঠী ইউনিয়নে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২টি তারমধ্যে সরকারি ৭টি, বেসরকারি ২টি এবং কমিউনিটি ভিত্তিক ৩টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, বেসরকরি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি ও ১টি কলেজ রয়েছে। মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭টি দ্বি-তল বিশিষ্ট হলেও ১০টি প্রতিষ্ঠান একতলা বিশিষ্ট যার ফলে দুর্যোগের সময় জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের পানিতে প্লাবিত হয় তখন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
৩	স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র	৪টি	ইউনিয়নে ১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে, পর্যাপ্ত জনবলের অভাব, অপর্যাপ্ত ঔষুধ সরবারহ সহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জড়িত এই সেবা প্রতিষ্ঠানগুলো। জলোচ্ছ্বাস ও জোয়ারের পানির সাথে লবণাক্ততার প্রভাবে নানাবিধ পানিবাহিত রোগ সহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাবের কারনে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পায়নি।
৪	সাইক্লোন-সেন্টার/ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র	৭ টি	ইউনিয়নের পশ্চিম জৈনকাঠী, ঠেঙ্গাই, কেশবপুর, সেহাকাঠী, দক্ষিন সেহাকাঠী, পূর্ব জৈনকাঠী ও চরজৈনকাঠীতে সাইক্লোন সেন্টারগুলো অবস্থিত। তবে জনসংখ্যা ও বিপদাপন্নতার হিসেবে তা খুবই অপ্রতুল। মোট জনসংখ্যার মাত্র ১১% দুর্যোগের সময় আশ্রয় নিতে পারে অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় থাকে।স্থানীয় নাগরিকদের প্রদত্ত সুত্র মতে সাইক্লোন সেন্টারগুলো তৈরি করার সময় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোকে বিবেচনায় আনা হয়নি। ১,৭,৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড লোহালীয়া ও গড়াই নদীর সন্নিকটে এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অথচ সেখানে কোন সাইক্লোন সেন্টার না থাকায় প্রায় সকল জনগোষ্ঠীই ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।
৫	বেড়ি বাঁধের পরিমান	২৬ কি: মি:	ইউনিয়নের ২টি পোল্ডারের আওতায় মোট ২৬ কি.মি বেড়িবাধ রয়েছে, পোল্ডার ৪৩/ই এর আওতায় ২১ কি: মি: এবং পোল্ডার ৪৩/ডি এর আওতায় ৫ কি.মি। গত ৫ বছরে সংগঠিত ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের কারনে প্রায় ১০ কি.মি বেরিবাধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে স্থানে স্থানে বিশাল ভাঙ্গতি যা এখনও মেরামত করা হয়নি ফলে স্বাভাবিক জোয়ারের সাথে লবণাক্ত পানি ভেতরে প্রবেশ করে এবং জলদুর্ভোগের সৃষ্টি করছে কৃষি ও মৎস্য চাষের ব্যপক ক্ষতি করছে।
৬	সুইচ গেইট	৭ টি	চারাবুনিয়া, কাটাখালী, কৌরাখালী, চর জৈনকাঠী, ভুরীয়া, ঠেঙ্গাই ও তাপিরাবাদে খালের উপর ৭টি স্লুইস গেট রয়েছে। গত ৫ বছরের দুর্যোগের কারনে ৫টি স্লুইচ গেইট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যা বর্তমানে সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী ফলে পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে যা ফসল উৎপাদনকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে।

ছ. প্রাকৃতিক সম্পদ ইকো সিস্টেম [প্রাকৃতিক জলাভূমি,বনভূমি ইত্যাদি]

জৈনকাঠি ইউনিয়নে তেমন কোন প্রাকৃতিক সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়নি। ইউনিয়নটিতে কোন প্রাকৃতিক বনভূমি বা বনায়ন না থাকলেও বেরিবাধের দুই পাশে সামাজিক বনায়ন রয়েছে জৈনকাঠী ইউনিয়নের স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা করে এবং তাদের দেয়া তথ্য মতে ইউনিয়নটিতে প্রায় ২৬ কি:মি: এলাকাজুড়েই সামাজিক বনায়ন ছিলো গত ১০ বছরে প্রায় ৪০% বনভূমি উজার হয়েছে। তবে সরকারি উদ্যোগে নিয়ে ইউনিয়নের নদীর পাড়ে বনায়ন করা সম্ভব যা ইউনিয়নকে ভবিষ্যতে বড় ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে রক্ষা করতে পারে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও জীবনযাত্রায় তার প্রভাব

৫.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ [ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতি,গত ১০ বছরের দুর্যোগ ও ক্ষয়ক্ষতির তথ্য]

জলবায়ু পরিবর্তনের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবসমূহ জৈনকাঠী ইউনিয়নে ইতিমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে এবং আশংকাজনক হারে দিন দিন এর তীব্রতাবৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং ইউনিয়নের চারপাশে বেষ্টিত নদী, খাল, নিচু ভূমি এবং এবং অপর্যাপ্ত সুরক্ষা অবকাঠামো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ইউনিয়নের ৯০% এর অধিক মানুষ সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর, উপার্জনের একমাত্র সহায় সম্বল গবাদি পশু, হাঁস মুরগী, পুকুর অথবা নদীর মাছ ও জমির ফসল। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের এই নেতিবাচক প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর এই জনগোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অধিক ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, ঘন ঘন বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি ও লবণাক্ততার প্রকটতার কারনে উৎপাদন কমে যাচ্ছে সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রান্তিক চাষীরা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে জমিতে চাষ করছে কিন্তু ফসল হারিয়ে নি:স্ব হচ্ছে, মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় স্বাদু পানির মৎসজীবি, সমুদ্রগামী জেলেও তাদের পরিবার গুলো জীবিকার উৎস হারাচ্ছে, নদীতে বিলুপ্তির পথে অনেক প্রজাতির মাছ, অনেকেই জীবিকা হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ছে, এতে বেকার সমস্যা প্রকট হচ্ছে নেমে আসছে ভীষন দুর্ভোগ। সহায় সম্বল হারিয়ে অনেকেই স্থানান্তরিত হয়ে শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় জনসাধারনের প্রদত্ত সুত্রমতে প্রতি বছর ২৫০-৩০০টি পরিবার বিবিধ প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে সহায় সম্বল হাড়িয়ে বাস্তুচ্যত হয়ে জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হচ্ছে, বদলাতে শুরু করেছে পূর্ব পুরুষের পেশা, কেউ রিকশা চালাচ্ছে, কেউ দিন মজুরি করছে। স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন পরিষদ বর্গ, সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও বিগত দিনের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন অনুযায়ী অত্র অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান প্রধানতম প্রভাবসমূহ:

চিত্র-৫: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর চিত্র

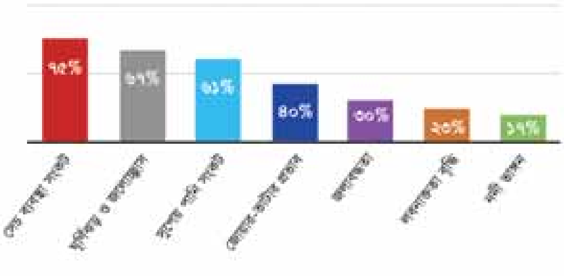

ক. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস
খ. জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা [খাবার পানি ও পুকুরের পানি, নদীর প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় খাল গুলোতে লবণাক্ততার প্রধান্য]
গ. নদীভাঙ্গন
ঘ. জলাবদ্ধতা
ঙ. পানি সংকট [সুপেয় পানি, কৃষি কাজে পানি সংকট, মৎস ব্যবস্থাপনায় প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি]
চ. বনায়ন হ্রাস

টেবিল-৪: জৈনকাঠী ইউনিয়নের গত ৫ বছরে ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র [নাম, সময়কাল এবং ক্ষয়ক্ষতি]

ক্রম	ঘূর্ণিঝড়ের নাম	সময়কাল	ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে জৈনকাঠী ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থতার চিত্র						
			কৃষিতে ক্ষতি %	মৎস্যখাতে ক্ষতি %	প্রাণি সম্পদে ক্ষতি %	লবণাক্ত পানিতে % জমি প্লাবিত হয়েছে	বেরিবাধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে	জমি জলাবদ্ধ হয়েছে%	ক্ষতিগ্রস্থ ঘরবাড়ি
১	রোয়ানু	মে, ২০১৬	২০%	৩০%	৫%	২%	১.৫ কি.মি	১০%	১১২৫ টি প্রায়
২	মোরা	মে,২০১৭	১৫%	৪০%	১০%	৫%	১ কি.মি	১৬%	১৩৬৫ টি প্রায়
৩	ফনী	মে, ২০১৯	১৯%	৪৫%	৭%	৮%	০.৫ কি.মি	২০%	১০৫০টি প্রায়
৪	বুলবুল	নভেম্বর ২০১৯	২১%	৪২%	৮%	১০%	১.৫ কি.মি	২৩%	২৩৩৪ টি প্রায়
৫	আম্ফান	মে, ২০২০	৩০%	৪৪%	৯%	১৩%	২.৫ কি.মি	২৫%	২৪২০টি প্রায়
৬	ইয়াস	মে, ২০২১	৩৪%	৫০%	১০%	১৭%	৩ কি.মি	৩০%	২৫২৭টি প্রায়

সুত্র: জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী

ক. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস এখানকার অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় অঞ্চলটি ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয় প্রায় প্রতি বছর। স্থানীয়দের ভাষ্যমতে বিগত কয়েক দশক ধরে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা ও তীব্রতা আগের চেয়ে বেড়েছে। ২০০৭ সালের সিডর থেকে শুরু করে,পর্যায়ক্রমে আইলা, মহাসেন, কোমেন, নার্গিস, মোরা, ফনি, বুলবুল সহ সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ইয়াস এর আঘাতে বিপর্যস্ত এখানকার জনপদ সেরাসরি আঘাত না করলেও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট যে কোন ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব এই অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে।

চিত্র-৬: ঘূর্ণিঝড়ে অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতির বাৎসরিক গড় চিত্র

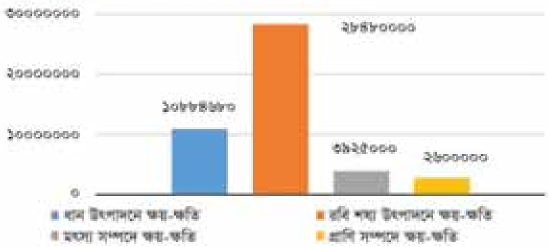

সাধারনত মধ্য মে মাস থেকে মধ্য জুলাই এবং অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর মাস পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রবনতা বেশি থাকে। গত ৫ বছরে তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোট ৬ টি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে এই অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

দুর্যোগের প্রভাবে প্রাণহানিসহ জমির ফসল, মৎস্য সম্পদ, বনায়ন, গবাদীপশু, হাঁসমুরগী, ঘরবাড়ি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামোগত সম্পদ যেমন-বেড়িবাধ, স্লুইচ গেইট, রাস্তাঘাট, কালভার্ট প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। স্থানীয় অর্থনীতি প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ভর হওয়ায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এখানকার মানুষের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সৃষ্ট ৮-১০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয় ইউনিয়নের সিংহভাগ অঞ্চল। ইউনিয়নের বিশেষ করে কেশবপুর, চরজৈনকাঠি, ফেলাই নগর, উত্তর সেহাকাঠি, দক্ষিণ সেহাকাঠি গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থতার পরিমান অত্যন্ত বেশি। এছাড়াও কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকটও রয়েছে যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থতার মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে তার মধ্যে বনায়ন ধ্বংসে অন্যতম একটি কারন।

স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ইউনিয়ন পরিষদবর্গের তথ্য অনুযায়ী ইউনিয়নর প্রায় ৬৭% জনগোষ্ঠী প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ইউনিয়নে মোট সাইক্লোন শেল্টারের সংখ্যা রয়েছে ৭টি, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় মাত্র ১১% মানুষ এতে আশ্রয় নিতে সক্ষম, ঝুঁকিতে থাকে প্রায় ৮৯ % জনগোষ্ঠী। ফসলি জমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিও উদ্বেগজনক। ইউনিয়ন-টিতে কোন মাটির কেল্লা না থাকায় দুর্যোগের সময় কৃষক ও খামারিদের গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর ক্ষতি দিন দিন বাড়ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী গত ৫ বছরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষন করে দেখা যায় জৈনকাঠী ইউনিয়নে প্রতি বছর গড়ে ২৩২ হেক্টর জমির ১০৪৪.২৩৪ মে: টি: ধান নষ্ট হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬শত ৮০ টাকা এবং ১৪৭.৯৫ হেক্টর জমির ১৯৯১.৮ মে: টন রবি শস্য নষ্ট হয় যার বাজার মূল্য ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এছাড়াও ৩৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মৎস্য সম্পদ ও ২৬ লক্ষ টাকার প্রাণি সম্পদের ক্ষতি হয়েছে।

খ. জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততা [খাবার পানি ও পুকুড়ের পানি, নদীর প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় খাল গুলোতে লবণাক্ততার প্রাধান্য]

জৈনকাঠি ইউনিয়ন জোয়ারভাটা কবলিত অঞ্চল। আমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সময় এখানে প্রায় ৫-৬ ফুট উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হয় এবং ইউনিয়নের ৫ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৪.১৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়। জোয়ারের পানির সাথে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে যা স্থানীয় প্রকৃতি ও জীব বৈচিত্রের স্বাভাবিক অবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। স্থানীয় নাগরিকদের মতে গত ১০ বছর আগেও এখানে জোয়ারের পানি সর্বোচ্চ উচ্চতা ছিলো ২-৩ ফুট এবং জমি থেকে খুব দ্রুত পানি সরে যেতো, কিন্তু এখন জোয়ারের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জমি থেকে পানি বের হতে কমপক্ষে ৫-৭ দিন সময় লাগে, যা ফসলি জমি ও মৎস্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি বাড়াচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদের দেয়া তথ্য মতে ইউনিয়নের প্রায় ৪০% মানুষ এই জোয়ারভাটার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

জৈনকাঠী ইউনিয়নের খালগুলোতে ক্রমাগতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা, জীববৈচিত্র্য ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে। ছবি-জৈনকাঠী ইউনিয়ন

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাওয়া, সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় সুরক্ষা অবকাঠামোর অভাবে জৈনকাঠী ইউনিয়নে লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জৈনকাঠী ইউনিয়নের ২ পাশেই লোহালীয়া নদী এবং একপাশে গড়াই নদী। এই নদীগুলো থেকে প্রবাহিত অসংখ্য ছোট ছোট শাখা খাল ইউনিয়নের ভেতরে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। স্থানীয়দের সূত্র মতে গত ১৫ বছর ধরে এখানে লবণাক্ততার প্রভাব লক্ষ করা গেলেও বিগত ৫ বছরে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে আশংকাজনক ভাবে, সাধারনত অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত লবণাক্ততার প্রভাব বেশি থাকে। অপর্যাপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ বেরিবাধ ও স্লুইচগেটের কারনে জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও সাধারন ও আমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারের পানি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি করছে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) তথ্য ও উপাত্ত পর্যবেক্ষন করে দেখা যায় গত ১ বছরে লোহালীয় নদীতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭ গুন। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে লোহালিয়া নদীতে পানির লবণাক্ততা সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৬০২ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে এবং সর্বনিম্ন ছিল ৫৩৮ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। অথচ ২০২১ সালের মে মাসে এই নদীতে লবণাক্ততা ছিল প্রতি সেন্টিমিটারে ৩ হাজার ৭১ মাইক্রো সিমেন্স। পানিতে লবণাক্ততার সহনীয় মাত্রা হচ্ছে প্রতি সেন্টিমিটারে ৭৫০ মাইক্রো সিমেন্স।

কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের সূত্র মতে নদীর পানিতে লবণাক্ততার বৃদ্ধির কারনে মাটিতেও লবনাক্ততা দেখা দিয়েছে। নদীর লবণাক্ত পানি দিয়ে কৃষি জমিতে সেচ দেয়ায় ফসলের উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে, কৃষকরা এবছর আমনের বীজতলাই তৈরি করতে পারেনি লোনা পানির কারনে, রবি শস্য উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৫০%। পুকুড়ের পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন ও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এছাড়াও নদী,খাল, পুকুড় ও নলকুপের পানিতে অতিমাত্রায় লবণাক্তার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যগত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে, যেমন- চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ত্রীরোগজনিত সমস্যা, টাইফয়েড, কলেরা ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি ঝুকিতে রয়েছে নারী,শিশু, কিশোরী ও বৃদ্ধরা। ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্র মতে লবণাক্তার প্রভাবে প্রায় ২৩% মানুষ ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্থতার শিকার হয়েছে।

গ. জলাবদ্ধতা

জলাবদ্ধতার সমস্যা জৈনকাঠী ইউনিয়নের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। ঘূর্ণিঝড়ের কারনে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস, আমাবস্যা ও পূর্ণিমার ভরা জোয়ার এবং বৃষ্টিপাতের কারনে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা না থাকায় জমিগুলো জলাবদ্ধ হয়ে পরছে এবং দিন দিন আবাদী জমির পরিমান কমছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র মতে ইউনিয়নের মোট ১৪৫ হেক্টর জমি বর্তমানে জলাবদ্ধতার কারনে পতিত আছে এবং ২৫৯.৭ হেক্টর জমি বছরের ৬ মাস জলাবদ্ধ থাকে ফলে ৩ ফসলি জমিগুলো এখন ১ ফসলি ও ২ ফসলি জমিতে রুপান্তরিত হচ্ছে।

দীর্ঘ জলাবদ্ধতার কারনে বছরে প্রায় ৬% মোট হেক্টর জমির ফসলের ক্ষতি হয়। ছবি- জৈনকাঠী ইউনিয়ন

দিন দিন এই জলাবদ্ধতার হার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে ব্যহত করছে ফলে কৃষকদের আয় হ্রাস পাচ্ছে। পানি নিষ্কাশনের জন্য জমিগুলোতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকা এবং খননের অভাবে খালগুলোতে পলি জমে খালগুলো প্রায় অকার্যকর হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এছারাও স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ অপরিকল্পিতভাবে স্লুইচ গেইট ও কালভার্ট নির্মাণ করার কারনেও জলবদ্ধতা বাড়ছে।

ঘ. নদীভাঙ্গন

ইউনিয়নের সবচেয়ে বেশি নদীভাঙ্গন কবলিত হচ্ছে ১, ৭, ৮ এবং ৯ নং ওয়ার্ড । গত ২০ বছরে ফেলাই নগর, দক্ষিন সেহাকাঠী ও চর জৈনকাঠী মৌজার প্রায় ১৭০-১৮০ একর আবাদি জমি ও ৩০০-৩৫০টি বসতভিটা লোহালিয়া ও গড়াই নদীরগর্ভে বিলীন হয়েছে, এর ফলে প্রায় ১৭০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩০% বর্তমানে বেরির পাড়ের খাস জমিতে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করছে, ১৫% ইউনিয়নের অন্যান্য ওয়ার্ডে ও ১০% জেলার অন্যান্য স্থানে অভিবাসিত হয়েছে এবং ৪৫% বাস্তচ্যুত মানুষ আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরমুখী হয়েছে। পর্যাপ্ত ও টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষা ব্যাবস্থা (বেরিবাধ, স্লুইচ গেইট) নিশ্চিত করতে না করতে পারলে এই নদীভাঙ্গনের হার ভবিষতে আরো তীব্র হতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয় জনসাধারন ও নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা।

ঙ. পানি সংকট [সুপেয় পানি, কৃষি কাজে পানি সংকট, মৎস ব্যবস্থাপনায় প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি]

জৈনকাঠী ইউনিয়নে সুপেয় পানির সংকট ক্রমেই বাড়ছে। ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মিঠা পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এই সংকট আরো তীব্রতর হচ্ছে, লবণাক্ততার মাত্রা

অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মিঠা পানির আধার সংকুচিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয়দের দেয়া তথ্য মতে গত ১৫ বছরে প্রায় ৬০-৭০ ফুট পানির স্তর নেমে গেছে, কারন হিসেবে তারা উল্লেখ করেন ৮০০-৯০০ ফিট গভীরতা সম্পন্ন নলকূপগুলোর মধ্যে বর্তমানে প্রায় ৩০-৩৫% একবারেই অকার্যকর, আবার কিছু কিছু নলকূপে পানি উঠলেও লবনের জন্য সেই পানি ব্যবহার করা যাচ্ছে না, তবে শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে অক্টোবর-মার্চ মাসের দিকে এই সমস্যার তীব্রতা প্রকট আকার ধারণ করে, স্থানীয়দের মতে সুপেয় পানির জন্য এখন প্রায় ১০৫০ ফিট গভীরতা সম্পন্ন নলকূপ স্থাপন করতে হচ্ছে। অথচ বেশিরভাগ নলকূপগুলোই স্থাপন করা হয়েছিল ২০১০-১২ সালের মধ্যে। যদিও উপজেলা জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মতে গত ১০ বছরে ভূগর্ভের পানির স্তর প্রায় ২৫-৩০ ফুট নিচে নেমেছে।

ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয়দের মতে গত ১৫ বছরে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রায় ৬০-৭০ ফুট হ্রাস পেয়েছে, এবং ৮০০-৯০০ ফিট গভীরতা সম্পন্ন নলকূপগুলোর প্রায় ৩০-৩৫% বর্তমানে অকার্যকর। ছবি-জৈনকাঠী ইউনিয়ন

সুপেয় পানি সংকটের পাশাপাশি কৃষি কাজে ও পানি সংকটের তীব্রতা প্রকট আকার ধারন করেছে জৈনকাঠী ইউনিয়নে। স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে অত্র ইউনিয়নে অগভীর নলকূপের সেচ সুবিধা না থাকায় কৃষি জমিতে সেচের পানির একমাত্র উৎসই হচ্ছে খালের পানি, অধিকাংশ খাল ভরাট হয়ে যাওয়া, সঠিক সময়ে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় খালে মিঠা পানির প্রবাহ না থাকা এবং লবণাক্ত পানির প্রবেশের ফলে জৈনকাঠী ইউনিয়নে বর্তমানে কৃষিকাজে সেচ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এবং ফসলের উৎপাদন আশংকাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে। চলতি বছরের এপ্রিল-মে মাসে অত্যাধিক তাপমাত্রার সময় খালে পানির প্রবাহ না থাকায় কৃষকরা জমিতে সেচ দিতে পারেনি ফলে রবি শস্যের উৎপাদন প্রায় ৫০% হ্রাস পেয়েছে বিশেষ করে মুগডাল ও মরিচের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। এছাড়া অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত খালগুলোতে লবণাক্তপানি প্রবেশ করলেও বিকল্প উপায় না থাকায় কৃষকরা বাধ্য হয়েই লবণাক্ত পানি জমিতে সেচ হিসেবে ব্যবহার করেছে যা ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থাকে দিন দিন হুমকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী জৈনকাঠী ইউনিয়নের অভ্যন্তরে প্রবাহিত ৯টি প্রধান খাল ও নদী এবং অসংখ্য শাখা খাল রয়েছে, যার আয়তন প্রায় ৪৫-৪৭ কি: মি:, তারমধ্যে প্রায় ৭০% খাল খননের অভাবে ইতিমধ্যে ভরাট হয়ে গিয়েছে। এছাড়া ইউনিয়নে মোট ১৫টি আউটলেট রয়েছে তারমধ্যে প্রায় ১০টি আউটলেট নষ্ট তাই খালগুলোতে পানি প্রবাহ বাধা গ্রস্থ হচ্ছে। নিয়মিত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় প্রায় সময় পুকুরগুলো শুকিয়ে থাকে এবং পানি দূষিত হওয়ার ফলে মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে, আয় উপার্জন কমে যাওয়ার ফলে দরিদ্র পরিবারগুলো আরো দারিদ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

চ. বনায়ন হ্রাস

ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্র মতে জৈনকাঠী ইউনিয়নে প্রায় ২৬ কি:মি: এলাকাজুড়েই সামাজিক বনায়ন ছিলো যার পুরোটাই লোহালীয়া নদীর পাড়ঘেষে বেরির দুই পাড়ে, গত ১০ বছরের বিশ্লেষনে দেখা যায় প্রায় ৪০% বনভূমি ইতিমধ্যে উজার হয়েছে তার মধ্যে ১৫% নদী ভাঙনের কারনে আর বাকি ২৫% অসাধু কিছু মানুষের কর্মকান্ডের ফলে। স্থানীয়দের মতে বনভূমি কমে যাওয়ার সাথে সাথে দুর্যোগের তীব্রতাও প্রচন্ডভাবে বেড়েছে, বাতাসের প্রচন্ড গতিবেগ সরাসরি ঘড়বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ করছে অপরদিকে বেরিবাধের বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা বেরির পাড়ের বাসিন্দাদের ক্রমশ দুর্যোগ ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৫.২ কৃত্রিম বা মানুষ্য সৃষ্ট সংকট

স্থানীয় কৃষকদের প্রদত্ত সূত্রমতে স্থানীয়ভাবে কিছু প্রভাবশালী খালের মধ্যে বাঁধ দিয়ে মাছ চাষ করছে ফলে খালগুলোর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে স্থানীয় কৃষকরা, যেহেতু খাল নির্ভর এখানকার একমাত্র সেচ ব্যবস্থা। শাখা সহ চারাপুনিয়ার খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫-৬ কি: মি: এবং বড়েশ খালের দৈর্ঘ্য শাখা সহ প্রায় ৪-৫ কি:মি:, কিন্ত দখল দারিত্বের কারনে খালগুলো এখন মৃত প্রায়। ইউনিয়ন পরিষদের দেয়া তথ্য সূত্রে জানা যায় শুধু মাত্র এই খাল ২টির কারনে অত্র এলাকার প্রায় ২ হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সঠিক সময়ে সেচ দিতে না পারার কারনে ফসলের উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে।

৫.৩ বাঁধ ব্যবস্থাপনা এবং এর সমস্যা

জৈনকাঠী ইউনিয়নের প্রায় ৩৯ কি:মি: এলাকা লোহালিয়া ও গড়াই নদীর পাড়ে অবস্থিত, তারমধ্যে ২৬ কি:মি: এলাকা লোহালিয়া নদীড় পাড়ে এবং ১৩ কি: মি: এলাকা গড়াই নদীর

পাড়ে অবস্থিত। গত ৫ বছরের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ক্রমাগত আঘাতে লোহালীয়া নদীর পাড় ঘেষে অবস্থিত ২৬ কি:মি: বেরিবাধের প্রায় ১০ কি:মি: মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, স্থানে স্থানে সৃষ্টি হয়েছে বড় বড় ভাঙ্গতির। বেরিবাধের গড় উচ্চতা বর্তমানে ৫-৬ ফুট অথচ দুর্যোগের সময় ৮-১০ ফুট উচ্চতায় জলোচ্ছাস প্লাবিত হয় এর ফলে বেরিবাধের উপর দিয়ে পানি লোকালয়ে প্রবেশ করে এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্থ বেরিবাধের ভাঙ্গতি দিয়ে দিয়ে সাধারন অথবা আমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারের সাথে লবণাক্ত পানি নিয়মিত বিস্তৃর্ণ অঞ্চলের বসতভিটা, পুকুরও জমিকে প্লাবিত করছে। গড়াই নদীর পাড়ের ১৩ কি:মি: এলাকায় কোন বেরিবাঁধ না থাকায় যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও স্বাভাবিক জোয়ারের পানিতেই বিস্তৃর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হচ্ছে তলিয়ে যাচ্ছে অসংখ্য ফসলি জমি, মাছের ঘের। ক্ষতিগ্রস্থ বেরিগুলো সংস্কার না করা, পর্যাপ্ত বেরিবাধ না থাকা এবং বেরিবাধের উচ্চতা দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম না হওয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ঝুঁকিগ্রস্থ করে তুলছে। টেকসই উপকূলীয় বেরিবাঁধের অভাবে এই অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ছাড়াও লোনাপানিতে মিঠা পানির অবকাঠামোরও ব্যাপক ক্ষতি করছে, স্থানিয় প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে।

ক্ষতিগ্রস্থ বেরিবাঁধগুলো এখনো মেরামত না হওয়ায় জোয়ারের সাথে লবণাক্ত পানি লোকালয়ে প্রবেশ করছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি বাড়ছে। ছবি-জৈনকাঠী ইউনিয়ন

৬. অত্র এলাকায় অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা কেন বা যৌক্তিকতা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অত্র অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিধি ও মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুর্যোগের প্রভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মাত্রা দিন দিন প্রকট আকার ধারন করছে। জৈনকাঠী ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ৯০% মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যা এখানকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাস করছে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে আরো উন্নত করতে ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব মোকাবেলা করতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনাকেও ক্রমান্বয়ে হ্রাস করছে। অর্থনীতিবীদদের মতে যে কোন নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে অধিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় সেটা শারিরীক, মানসিক কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সেই হিসেবে অতিরিক্ত ব্যয় বাড়ছে এবং সরকারের পরিকল্পিত টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং আরো কার্যকরী ভূমিকা পালনের উদ্যোগী করতে হবে। গতানুগতিক ধারায় ইউনিয়ন পরিষদ সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এর ফলে সেখানে কিছু অসামাঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার যে সকল কর্মসূচীসমূহ সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে একীভূত থাকে সেগুলো সরাসরি চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না ফলে সঠিক সময় ও প্রয়োজনে গুরুত্বানুযায়ী কার্যকর উদ্যোগ নেয়া যায় না।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা তথা প্রতিবেশিক অবস্থার উপর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ কমিয়ে আনার জন্য অভিযোজন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন অতীব জরুরী, ইউনিয়ন পরিষদ যদি এই ধরনের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন করবে তেমনি ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

৬.১ অভিযোজন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা এবং এর ফলে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে

ক. উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ

জৈনকাঠী ইউনিয়নের অর্থনীতি মূলত কৃষিখাত নির্ভর, শতকরা প্রায় ৯০% মানুষ এই সেক্টরের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। অথচ প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে এই খাতে বিপুল পরিমান অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর গত ৫ বছরের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, প্রতি বছর শুধু মাত্র ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারনে গড়ে ২৩২ হেক্টর জমির ১০৪৪.২৩৪ মেট্রিক টন ধান ক্ষতিগ্রস্থ হয় যার আর্থিকমূল্য ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪ হাজার ৬ শত ৮০ টাকা, ১৪৭.৯৫ হেক্টর জমির ১৯৯১.৮ মেট্রিক টন রবিশস্য নষ্ট হয় যার বাজার মূল্য প্রায় ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এছারাও বছরে গড়ে ৩৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার মৎস্য সম্পদ এবং ২৬ লক্ষ টাকার প্রাণি সম্পদে ক্ষতি হয়। এছাড়া অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে সে কারনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর শারিরীক ও মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং তারা দারিদ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও পরিধিক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায়এবং এই দুর্যোগ থেকে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা সুরক্ষায় অগ্রাধিকারভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামোগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে, যেমন টেকসই বেড়িবাঁধ বিবেচনা করতে হবে।

যাতে সেগুলো ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব-সহিষ্ণু হয়। জলোচ্ছ্বাসের গড় উচ্চতা বিশ্লেষণ করে বেড়িবাঁধগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধি, ক্ষতিগ্রস্থ বেড়িবাঁধগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মেরামত এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে নতুন বেড়িবাধ নির্মাণ করা গেলে যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়,জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা, জোয়ারভাটা, লবণাক্ততার প্রভাব এবং নদীভাঙ্গন থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি থেকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। নদী ভাঙ্গন রোধ পাবে ফলে উপকূলীয়এলাকার জমি ও বসতভিটা রক্ষা পাবে এবং জলবায়ু বাস্তুচ্যুতির হার হ্রাস পাবে। যা সামগ্রিকভাবে জৈনকাঠী ইউনিয়নের ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে।

খ. জমিতে পর্যাপ্ত সেচ নিশ্চিত করতে খাল খনন কর্মসূচী অগভীর নলকূপ স্থাপন ও নষ্ট স্লুইচগেইট মেরামত ও নির্মান

জৈনকাঠী ইউনিয়নে মোট ৯টি প্রধান খাল ও নদী রয়েছে এবং এই খাল ও নদী থেকে অসংখ্য ছোট ছোট খাল জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫-৪৭ কি: মি:। আবহমান কাল থেকে এখন পর্যন্ত খালের পানিই এই জনপদের কৃষি সেচের একমাত্র ভরসার স্থল। অথচ খননের অভাবে ৭০% খাল এখন প্রায় মৃত, বছরের ৬ মাস খালগুলোতে পানি থাকে না, ভরাট হয়ে যাওয়ার কারনে খালগুলোর পানি ধারন ক্ষমতা ও

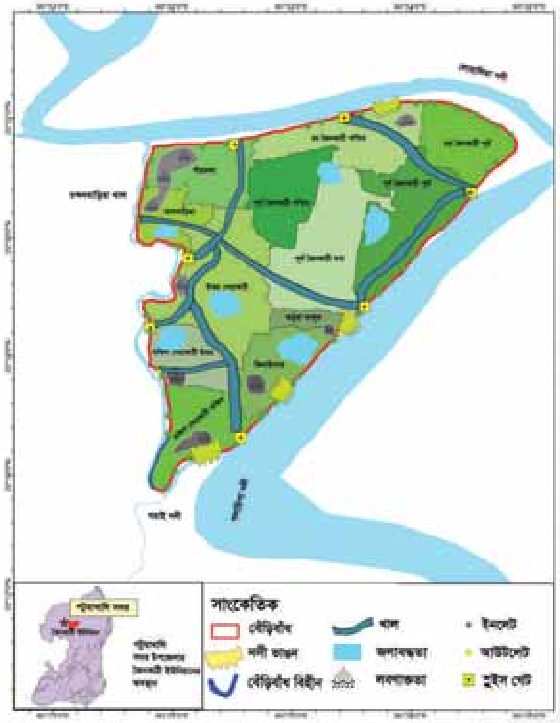

জলবায়ু ঝুঁকিগ্রস্ততা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জৈনকাঠী ইউনিয়নের বিদ্যমান প্রভাব সমূহ

অত্যন্ত সীমিত, এতে করে ১৭৮০ হেক্টর আবাদি জমির ধান ও রবিশস্য উৎপাদন মারাত্মক-ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। মোট ৭টি স্লুইচ গেইটের মধ্যে ৫টি এখন প্রায় অকেজো, ফলে জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের সাথে লবণাক্ত পানি ভেতরে প্রবেশ করছে এবং ফসল ও মৎস্য চাষের

উৎপাদনকে ভয়াবহ হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, জমিতে লবণাক্ততা মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পুরো ইকো সিস্টেমকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলছে। সুতরাং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খালগুলো খনন করা প্রয়োজন,খালগুলো খনন করা গেলে তার স্বাভাবিক নাব্যতা ফিরে আসবে, পানির প্রবাহ থাকবে। পাশাপাশি নষ্ট স্লুইচ গেইটগুলো কার্যকর করা গেলে বর্ষা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি ধারন করে রাখা সম্ভব হবে ফলে শুকনো মৌসুমে সেচ কাজের বিঘ্ন ঘটবেনা, এছাড়া দুর্যোগের সময় জলোচ্ছ্বাস এবং জোয়ারের সাথে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করতে পারবে না ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হবেনা এবং কৃষকদের আর্থিক ক্ষয় ক্ষতি হ্রাস পাবে ও প্রকৃতির স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে। এছাড়াও সেচ ব্যবস্থা নির্বীঘ্নে করতে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা যেতে পারে,খালে লবণাক্ত পানির প্রবাহ থাকলেও সে সময় কৃষকরা পর্যাপ্ত সেচ দিতে পারবে।

গ. জমির জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা

জলাবদ্ধতার সমস্যা জৈনকাঠী ইউনিয়নের অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা। ইউনিয়নের প্রায় ১৪৫ হেক্টর জমি বর্তমানে জলাবদ্ধতার কারনে পতিত আছে এবং আরো ২৫৯.৭ হেক্টর জমি বছরের ৬ মাস জলাবদ্ধ থাকে, ফলে ফসল উৎপাদনের জন্য আবাদি জমির পরিমান আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং অধিকাংশ জমি একফসলি ও দুই ফসলি জমিতে রুপান্তরিত হচ্ছে। জলবাদ্ধতার সমস্যা সমাধানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষকদের মতামত নিয়ে প্রয়োজনীয় স্থান বিবেচনায় ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণ করা গেলে জমির পানি অতি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারবে ফলে জলবাদ্ধতার সৃষ্টি হবে না আবার শুকনো মৌসুমে সেচ ব্যবস্থার জন্য তা যথেষ্ট সহায়ক হবে। অনাবাদী ও ১ ফসলি জমিগুলো ৩ ফসলি হবে।

ঘ. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল বিবেচনায় আশ্রয় কেন্দ্র ও মাটির কেল্লা নির্মাণ

বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী ও নিম্নাঞ্চল হওয়ায় পুরো জৈনকাঠী ইউনিয়নটি দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল, এখানে প্রতিবছরই নানামুখী প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত করে। জৈনকাঠী ইউনিয়নে মোট ৭টি আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে যেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১১% দুর্যোগকালিন সময় সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, তবে স্থানীয়দের মতে অধিকাংশ আশ্রয় কেন্দ্রগুলো দুর্যোগ ও ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে তৈরি করা হয়নি যেমন-ফেলাই নগর, চর শেয়াকাঠী, দক্ষিন শেয়াকাঠী, কেশবপুর অঞ্চলগুলো নদীর পাড়ে এবং ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্বেও সেখানে কোন আশ্রয় কেন্দ্র নেই। ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী বসতবাড়ির কাঠামোগত চিত্র বিশ্লেষন করে দেখা যায় জৈনকাঠী ইউনিয়নে মোট ৪৫৯৩টি বসতবাড়ি রয়েছে তার মধ্যে ২৩১৬টি কাচা ঘর, ১৯৩৭টি আধা পাকাঘর এবং ৩৪০টি পাকাঘর। সেই হিসেবে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৫০.৪২% জনগোষ্ঠী দুর্যোগকালীন সময়ে অতিমাত্রায় ঝুঁকিগ্রস্থ এবং ৪২.১৭% জনগোষ্ঠী ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া অত্র অঞ্চলে কোন মাটির কেল্লা না থাকায় দুর্যোগকালিন সময়ে গবাদি পশুর ক্ষয়-ক্ষতিও আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়দের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ

চিত্র-৭: জৈনকাঠী ইউনিয়নের বসতবাড়ির চিত্র

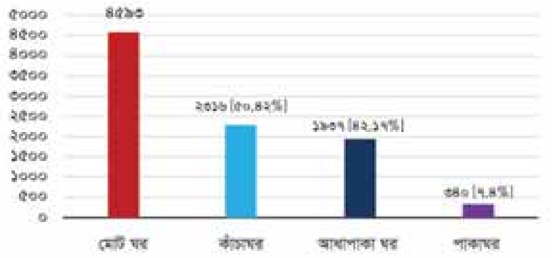

অঞ্চলগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আশ্রয় কেন্দ্র ও মাটির কেল্লা নির্মাণ করা হলে দুর্যোগের সময় মানুষ ও গবাদিপশু নিরাপদ আশ্রয় নিতে পারবে, ফলে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

ঙ. দুর্যোগ ঝুঁকি, ভূমিক্ষয় ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব প্রশমনে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বনায়নের ভূমিকা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ গত ১০ বছরে জৈনকাঠী ইউনিয়নের ২৬ কি: মি: এলাকা জুড়ে সামাজিক বনায়নের প্রায় ৪০% ইতিমধ্যে হ্রাস পেয়েছে।এর বিরুপ প্রভাবে বেড়িবাঁধের আশেপাশের মানুষগুলো অধিক দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, পাশাপাশি ভূমিক্ষয় এর মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বেড়িবাধ ও রাস্তার স্থায়িত্ব কমছে। বেড়িবাঁধ এবং ইউনিয়নের রাস্তাগুলোর দুই পাশের খালি স্থানে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা গেলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব থেকে জৈনকাঠী ইউনিয়নের উপকূলবর্তী প্রায় ৩৯ কি: মি: এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস পাবে, ভূমির ক্ষয় রোধ পাবে ফলে বেড়িবাধ ও রাস্তাগুলোর স্থায়িত্ব বাড়বে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জ্বালানি চাহিদা পুরণ করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সুবিধা ও বৃদ্ধি করবে এবং সর্বোপরি সামাজিক বনায়ন বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব প্রশমনেও ভূমিকা রাখবে।

চ. সুপেয় পানির অভাব দুর করতে রেইন ওয়টার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতির সম্প্রসারণ

জৈনকাঠী ইউনিয়নে দিন দিন সুপেয় পানির সংকট তীব্র আকার ধারন করছে,গত ১০ বছরের বিশ্লেষণে দেখা যায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস পেয়েছে প্রায় ৭০-৮০ ফুট। ৮০০-৯০০ ফুট গভীরতার নলকূপগুলোর মধ্যে প্রায় ৩০% এখন অকেজো এবং অনেক নলকূপ থেকে লবণাক্ত পানি উঠার কারনে এগুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে বিশেষ

করে নারী, শিশু, কিশোরী ও বৃদ্ধরা অধিক ঝুঁকিগ্রস্থ। সুপেয় পানির সংকট দূরীকরনে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর, এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা গেলে সুপেয় পানির সমস্যা দূর হবে, ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও কমবে, তারা সুস্থ ও সবল থাকবে এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও নলকূপগুলোর প্লাটফর্ম উঁচু করলে জোয়ার বা জলোচ্ছ্বাসের পানিতে নলকূপগুলো ডুবে যাবে না, লবণাক্ততার প্রকোপ কমবে।

জৈনকাঠী ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের বিদ্যমান প্রভাব বিশেষ করে জলবায়ু বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ করেছেন উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী, পটুয়াখালী সদর।

চ. কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির প্রসার, দক্ষতা বৃদ্ধির পাশপাশি সহজ শর্তে ঋণ প্রদান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে জৈনকাঠী ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ খাত হচ্ছে কৃষি ও মৎস্য,তাই এই খাতের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করতে হলে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রযুক্তির প্রসার এবং কৃষকদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে যেমন- কম সময়ে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব এমন জাতের ফসল লাগানো, লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল জাতের শষ্য আবাদ করা, জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবন নিচু এলাকায় সার্জন, বস্তা বা বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ কারা, সমন্বিত পদ্ধতিতে মাছ, সবজি ও ফল চাষের জন্য পুকুড় প্রস্তুত করার কৌশল, দ্রুত বর্ধনশীল মাছ: যেমন-তেলাপিয়া, সরপুটি চাষ করা, বিরুপ পরিবেশে/অল্প পানিতে বাঁচতে পারে এমন প্রজাতির মাছ: যেমন: শিং, মাগুর, কই ইত্যাদি মাছের চাষ বাড়াতে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণের ব্যবস্থা ও করতে হবে যাতে তাদের দক্ষতা কাজে লাগাতে পারে এবং অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি কমানোর মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস পাবে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাবে, ভবিষ্যৎ জলবায়ু অভিঘাত থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারবে।

জ. ক্ষতিগ্রস্থ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ইউনিয়ন পরিষদের প্রদত্ত সূত্রমতে মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫৩% দরিদ্র ও অতি দরিদ্র, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমগত বিপর্যয়ের কারনে এই সংখ্যা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশাল এই জনগোষ্ঠীকে পেছনে রেখে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা অর্জন কখনোই সম্ভব নয় তাই জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের জন্য ইউনিয়ন ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনের মধ্যে ৩ মাসের সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স, হস্ত ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ, বুটিক বাটিক এর উপর প্রশিক্ষন ইত্যাদি। এই ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে পারলে তাদের বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হবে এর ফলে তাদের ও পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে, অর্থনৈতিক সক্ষমতা নারীর ক্ষমতায়ণকে ত্বরান্বিত করবে, পরিবার থেকে দারিদ্রতা দূর হবে, স্কুলের ঝড়ে পরা, নারী নির্যাতন ও বাল্য বিবাহের হার হ্রাস পাবে এবং তারা ভবিষ্যৎ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন করবে।

ঝ. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় কমাতে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে ভার্মি কম্পোষ্ট ও জৈবসারের ব্যবহার সম্প্রসারণ

জৈনকাঠী ইউনিয়নের কৃষি জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার মাত্রাতিরিক্ত, রাসায়নিক সারের চড়া দামের কারনে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, তাদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার অন্যদিকে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির পাশাপাশি পরিবেশেরও মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। তাই কৃষকদের রাসায়নিক সারের পরিবর্তে যদি ভার্মি কমপোষ্ট ও জৈবসার উৎপাদনের উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া যায় এবং ব্যবহারের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ ও সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া যায় তাহলে উৎপাদন খরচ কমবে, তারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবে আবার পরিবেশগত বিপর্যয়ের হার হ্রাস পাবে।

৭. কোন কোন খাতে অভিযোজন পরিকল্পনা অগ্রাধিকার পেতে পারে

স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের প্রদত্ত মতামত ও বিগত বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পর্যালোচনায় দেখা যায় জৈনকাঠী ইউনিয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনতে খাতভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার অতিব গুরুত্বপূর্ণ। পর্যাপ্ত উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতার অভাব দিন দিন এই পরিবর্তনের প্রভাবকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর

জীবন ও জীবিকাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। দুর্যোগের নানামুখী প্রভাবে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে সেচ ও সুপেয় পানিয় জলের সংকট তীব্রতর হচ্ছে, বর্তমান বেঁরিবাধ সমূহ সর্বোচ্চ ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় সক্ষম না হওয়ায় এগুলো প্রতিবছরই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন সামগ্রিকভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক দুর্দশাকে বহুগুন বাড়িয়ে তুলছে যার সুস্পষ্ট চিত্র ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে। তাই খাত ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষা করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা বর্তমান সময়ে অধিকতরও গুরুত্বপূর্ণ। অগ্রাধিকারভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে-

ক. যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস : বেরিবাঁধ নির্মাণ ও মেরামত, স্লুইচগেইট নির্মাণ ও মেরামত, সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ, মাটির কিল্লা নির্মাণ ইত্যাদি।

খ. সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য : স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহন, সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ, নলকূপ অথবা অন্যান্য সুপেয় পানির উৎস নির্মাণ যেমন-রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপণ ও উপকরন বিতরণ [রিং ও স্ল্যাব] ইত্যাদি।

গ. কৃষি ও সেচ: খাল খনন, ড্রেন নির্মাণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল জাতের বীজ ব্যবহার, পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের বিনাসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, চাষাবাদের জন্য জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্প্রসারণে উৎসাহিত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, ভার্মি কম্পোস্ট ও জৈবসার উৎপাদন, মৎস্য চাষী/জেলেদের জীবন রক্ষাকারী ও অন্যান্য উপকরন বিতরন, গবাদি পশুর ভ্যাকসিন কার্যক্রম ও অন্যান্য উপকরন বিতরন, সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম ইত্যাদি।

ঘ. যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুকিহ্রাস: রাস্তা নির্মাণ, রাস্তা মেরামত, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি।

ঙ. মানবসম্পদ উন্নয়ন [দক্ষতা উন্নয়ন]: দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের সেলাই প্রশিক্ষণ, বুটিক-বাটিক, হস্ত ও কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ ও উপকরন বিতরন, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, ও বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৮. এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদের সেক্টর ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ জলবায়ুর স্থানীয় বিপদাপন্নতাসমূহ বিশ্লেষণ করে সেক্টর ভিত্তিক পাঁচ বছর মেয়াদী জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ তৈরি করেছে। উক্ত পরিকল্পনা ও অর্থিক প্রক্ষেপনে সেক্টর ভিত্তিক অগ্রাধিকার গুরুত্ব পেয়েছে যা উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জলবায়ু অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদি উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামোগুলোতে অগ্রাধিকারভিত্তিক চাহিদা অনুসরন করে বাৎসরিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে যেমন-বেরিবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার, সাইক্লোন সেন্টার, স্লুইচ গেইট ও মাটির কেল্লা নির্মাণ ইত্যাদি, পাশাপাশি কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন,যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মানব সম্পদ উন্নয়নকে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে যাতে অভিষ্ট জনগোষ্ঠী ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহিষ্ণু হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজনের পাশাপাশি উক্ত পরিকল্পনায় প্রশমন কর্মসূচীকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যেমন-উপকূলীয় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী, জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করা এবং তার পরিবর্তে কৃষকদের মধ্যে জৈব সার ও ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহারে উৎসাহ ও সম্প্রসারণ করা ইত্যাদি।

চিত্র-৮: পাঁচ বছরের উল্লেখযোগ্য অভিযোজন পরিকল্পনা সমূহ

নিম্নের ছকে জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদের বছর ভিত্তিক এক নজরে অভিযোজন পরিকল্পনার আর্থিক প্রক্ষেপণ দেয়া হল:

ক্রম	সেক্টরের নাম	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ					সেক্টর ভিত্তিক ৫ বছরের মোট বরাদ্দ
		২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	
ক.	কৃষি ও সেচ	১৪,৩০,০০০	৬৫,৫০,০০০	৭৩,৪০,০০০	৭৮,৭৫,০০০	৮৩,৮৫,০০০	৩,১৫,৮০০০০
খ.	স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]	১৪,২০,০০০	৭৪,১২,০০০	৭৬,৯২,০০০	৭৭,৭২,০০০	৮০,৭২,০০০	৩,২৩,৬৮০০০
গ.	যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, ড্রেন]	১৫,৯০,০০০	২২,৮০,০০০	২২,৫০,০০০	২৩,৫০,০০০	১৮,৮০,০০০	১০,৩,৫০০০০
ঘ.	যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [বাধ, সাইক্লোন সেল্টার/কিল্লা মেরামত]	১৯,০০,০০০	৩,২৪,০০,০০০	৬,৫৭,০০,০০০	৯,২৪,০০,০০ ০	১২,১০,০০,০০০	৩১,৩৪,০০,০০০
ঙ.	মানব সম্পদ উন্নয়ন [দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ]	৮,২৫,০০০	১০,৫৫,০০০	১১,০৫,০০০	১০,৫৫,০০০	৮,২৫,০০০	৪৮,৬৫,০০০
	বছর ভিত্তিক মোট বরাদ্দ	৭১৬৫০০০	৪৯৬৯৭০০০	৮৪০৮৭০০০	১১১৪৫২০০০	১৪০১৬২০০০	৩৯২৫৬৩০০০

৮.১ সেক্টর ও ওয়ার্ড ভিত্তিক বিস্তারিত অভিযোজন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপণ:

ক. সেক্টর/ খাত: কৃষি ও সেচ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৪ টি	৭০,০০০	৭০,০০০	৭০,০০০	৭০,০০০	
২.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরন ও প্রশিক্ষন প্রদান।	৩০০ জন			১,০০,০০০	১,০০,০০০	
৩.	অগভীর নলকুপ স্থাপন	২টি			২০,০০০	২০,০০০	
৪.	ইনল্যান্ড পাইপ স্থাপন করা	১.৫কি.মি .				১,০০,০০০	
৫.	পূর্ব জৈনকাঠী কেশবপুর গ্রামের খাল খনন	২কি.মি.					২,০০,০০০
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষন প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৭	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৮	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	৩ কি.মি.					১,০০,০০০
৯	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
১০	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান	১০০জন		১৫,০০,০০০			

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-২							
১.	অগভীর নলকূপ স্থাপন	১৪ টি	২০,০০০	৬০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০	৪০,০০০
২.	ড্রেন নির্মাণ	৪.৫কি.মি	৩,০০,০০০		৫,০০,০০০	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
৩.	খাল খনন	৪কি:মি:			৫,০০,০০০	১০,০০,০০০	
৪.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	৫.৫কি.মি	১,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০	
৪.	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান	১০০জন		১৫,০০,০০০			
৫.	ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্য চাষীদের মাছের পোনা বিতরণ	২০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০		১,০০,০০০
৬.	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প আয়োজন	৮ টি		১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৭.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষন প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৮.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৯.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	খাল খনন	৪.৫কি.মি	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০		২,০০,০০০
২.	ড্রেন নির্মাণ	৫ কি.মি			২,০০,০০০	২,০০,০০০	১,০০,০০০
৩.	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প	৮ টি		১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৪.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত মানের বীজ প্রদান	৫০০ বস্তা		১,০০,০০০	১,০০,০০০		
৫.	মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ও উপকরন বিতরন	১৫০ জন		১,৫০,০০০			
৬.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৭.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৮.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	৩ কি.মি		২,০০,০০০			
৯.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষন প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	অগভীর নলকূপ স্থাপন	৭ টি	২০,০০০	৪০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	৪০,০০০
২.	খাল খনন	৩ কি.মি				২,০০,০০০	১,০০,০০০
৩.	ড্রেন নির্মাণ	৮ কি.মি	২,০০,০০০		২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
৪.	কৃষি উপকরন বিতরণ	৪০ জন		১,০০,০০০			
৫.	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান	১০০জন					১৫.০০,০০০
৬.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা,বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৭.	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প	৮ টি		১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৮.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৯.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	২ কি.মি			২,০০,০০০		
১০.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	অগভীর নলকূপ স্থাপন	৯টি		৬০,০০০	৬০,০০০	৪০,০০০	২০,০০০
২.	খাল খনন	২কি:মি:			২,০০,০০০		২,০০,০০০
৩.	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প	৮টি		১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৪.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী	১.৫কি.মি				১,০০,০০০	
৫.	বিনামুল্যে কৃষকদের সার প্রদান	২০০জন		১,০০,০০০			
৬.	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান	১০০জন				১৫,০০,০০০	
৬.	প্রান্তিক চাষীদের সমিতি ভিত্তিক ট্রাক্টর বিতরণ	৩ টি					৪,৫০,০০০
৭.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৮.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত মানের বীজ প্রদান	৩০০ জন	১,৫০,০০০		১,৫০,০০০		
৯.	জলবায়ু অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
১০.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষন প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	অগভীর নলকূপ স্থাপন	৬টি	২০,০০০	৪০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
২.	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প	৮টি		১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৩.	ড্রেন নির্মাণ	২.৫কি.মি				২,০০,০০০	৩,০০,০০০
৪.	খাল খনন	৬ কি.মি		৩,০০,০০০	৩,০০,০০০		
৫.	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান	৫০জন					১৫,০০,০০০
৬.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৭.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৮.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু বীজ বিতরন কার্যক্রম	৩০০ জন		১,৫০,০০০	১,৫০,০০০		
৯.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	অগভীর নলকূপ স্থাপন	৬টি		৪০,০০০	২০,০০০	৬০,০০০	
২.	খাল খনন	৩.২৫কি.				৩,৫০,০০০	৩,০০,০০০
৩.	ড্রেন নির্মাণ	৩ কি.মি				১,৫০,০০০	৩,০০,০০০
৪.	মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ও উপকরন বিতরণ	১৫০ জন					১,৫০,০০০
৫.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৬.	জেলেদের সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি।	১৫০ জন		৩,০০,০০০			
৭.	সামজিক বনায়ন তৈরী	৩.৫কি.মি				২,১০,০০০	১,৫০,০০০
৮.	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প	৮টি		১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৯	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান	১০০জন				১৫,০০,০০০	
১০.	জলবায়ু অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত মানের বীজ প্রদান	২০০জন	২০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০		
২.	অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রয়োজন	৯ টি		৬০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০
৩.	খাল খনন প্রয়োজন	৪ কি.মি		২,০০,০০০	৬,০০,০০০		
৪.	গবাদি পশুর জন্য ভ্যাকসিন ক্যাম্প	৮ টি		১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৫.	কৃষি উৎপাদনের জন্য বীজ সার ক্রয় এর জন্য ঋণ প্রয়োজন	২০০জন			২,০০,০০০		
৬	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৭.	মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ও উপকরন বিতরণ	১৫০ জন			১,৫০,০০০		
৮.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেচো সার) ও জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৯.	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	অগভীর নলকূপ স্থাপন	১৫ টি		৮০,০০০	১,০০,০০০	৬০,০০০	৪০,০০০
২.	খাল খনন	৩ কি:মি:		১,০০,০০০	২,০০,০০০		
৩.	ড্রেন নির্মান	৩ কি.মি		১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	
৪.	ক্ষতিগ্রস্থ অতিদরিদ্র কৃষকদের ঋণ প্রদান	১০০ জন					১৫,০০,০০০
৫.	জলবায় অভিযোজন পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ [সমন্বিত পদ্ধতি, বস্তা, ছাগলের মাচা, বেড পদ্ধতি]	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
৬.	জেলেদের সুরক্ষা সামগ্রী বিতরন বয়া, লাইফ জ্যাকেট ইত্যাদি।	১৫০ জন			৩,০০,০০০		
৭.	সামজিক বনায়ন তৈরী	২.৫কি.মি				২,০০,০০০	
৮.	মাছ চাষের প্রশিক্ষণ ও উপকরন বিতরণ	১৫০ জন				১,৫০,০০০	
৯.	কৃষকদের জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত মানের বীজ প্রদান	২০০জন			৫০,০০০	৫০,০০০	
১০.	কৃষকদের ভার্মি কম্পোসট (কেঁচো সার) ও জৈবসার তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০	১৫,০০০
১১	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১০ ব্যাচ	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০

খ. সেক্টর/খাত: স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরন (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	রেইন ওয়টার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষন পদ্ধতি।	৫টি	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০
৩.	নলকূপ স্থাপন	৪টি		৮০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০
৪.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরন কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০
৫	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড,আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
ওয়ার্ড নং-২							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরন (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	রেইন ওয়টার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষন পদ্ধতি।	৬টি	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০
৩.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১টি				৫,০০,০০০	
৪.	নলকূপ স্থাপন	৯টি	৮০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	৮০,০০০	২,৪০,০০০
৫.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরন কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০
৬.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড,আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	রেইন ওয়টার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি।	৩টি		৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০	
৩.	নলকূপ স্থাপন	১৪টি	৮০০০০	২,৪০,০০০	৩,২০,০০০	১,৬০,০০০	৩,২০,০০০
৪.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরণ কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০
৫.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড, আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	রেইন ওয়টার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি।	৩টি	৪০,০০০	৪০,০০০	৪০,০০০		
৩.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১টি					৫,০০,০০০
৪.	নলকূপ স্থাপন	৭টি		১,২০,০০০	১,২০,০০০	১,২০,০০০	৮০,০০০
৫.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরন কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬,০০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০
৬.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড,আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১টি		৫,০০,০০০			
৩.	রেইন ওয়টার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষন পদ্ধতি।	২টি			৪০,০০০		৪০,০০০
৪.	নলকূপ স্থাপন	৭টি		৮০,০০০	১,২০,০০০	১,২০,০০০	১,২০,০০০
৫.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরন কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০
৬.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড, আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরন (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	নলকূপ স্থাপণ	১৯টি		৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৩,২০,০০০
৩.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরন কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০
৪.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড, আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	নলকূপ স্থাপন	৮টি		১,৬০,০০০	৮০,০০০	২,৪০,০০০	১,৬০,০০০
৩.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরণ কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০
৪.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড,আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
৫.	রেইন ওয়টার হার্ভেস্টিং সিস্টেম বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষন পদ্ধতি।	২টি			৪০,০০০		৪০,০০০
৬.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১টি				৫,০০,০০০	
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরন বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	নলকূপ স্থাপন	২০টি	১,৬০,০০০	২,৪০,০০০	৩,২০,০০০	৪,৮০,০০০	৪,০০,০০০
৩.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরণ কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬,০০০০
৪.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড, আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
৫.	কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ	১টি			৫,০০,০০০		
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট এর উপকরণ বিতরণ (রিং ও স্ল্যাব বিতরণ)	১০০ জন	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
২.	নলকূপ স্থাপন	২১টি	৮০,০০০	১,৬০,০০০	৪,০০,০০০	৪,৮০,০০০	৫,৬০,০০০
৩.	দরিদ্র কিশোরীদের মাঝে হাইজিন কিডস বিতরণ [স্যানিটারী প্যাড, আয়রন ট্যাবলেট]	১০০ জন		১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০	১,০৮,০০০
৪.	গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে পুষ্টি বিতরণ কার্যক্রম	১০০ জন		৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০	৩,৬০,০০০

গ. সেক্টর/ খাত: যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুকিহ্রাস [রাস্তা, কালভার্ট মেরামত/ নির্মাণ]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপন				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৮টি	৮০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	৮০,০০০
২.	রাস্তা মেরামত	৭ কি:মি:	১,৫০,০০০	২,০০,০০০	৪,৫০,০০০	১,৫০,০০০	২,০০,০০০
ওয়ার্ড নং-২							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	১টি			৮০,০০০		
২.	রাস্তা মেরামত	৭কি:মি:		১,৫০,০০০		২,০০,০০০	৪,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৬টি	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০		১,৬০,০০০	
২.	রাস্তা মেরামত	৮ কি:মি:	৪,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৫,০০,০০০	২,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৭টি	৮০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০
২.	রাস্তা মেরামত	৬ কি:মি:	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৩টি		৮০,০০০		৮০,০০০	৮০,০০০
২.	রাস্তা মেরামত	৪কি:মি:		২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৩টি	৮০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০		
২.	রাস্তা মেরামত	৩.৭৫কি:মি:	১,০০,০০০	১,৫০,০০০		১,০০,০০০	
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৩টি			৮০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০
২.	রাস্তা মেরামত	৩ কি: মি:		৩,০০,০০০			
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	১০টি	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০	১,৬০,০০০
২.	রাস্তা মেরামত	৪ কি: মি:	১,০০,০০০		২,০০,০০০		১,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	কালভার্ট নির্মাণ	৪টি	৮০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০	৮০,০০০	
২.	রাস্তা মেরামত	৩ কি:মি:					৩,০০,০০০

ঘ. সেক্টর/ খাত: যোগাযোগ/ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [বাধ, স্লুইচ গেইট, সাইক্লোন সেল্টার/কিল্লা নির্মাণ]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি					৩,০০,০০,০০০
২.	বেরিবাঁধ সংস্কার	১ কি: মি:		২,০০,০০০			
৩.	মাটির কেল্লা নির্মাণ	১টি			১০,০০,০০০		
৪.	স্লুইচগেইট নির্মান	১টি				২,০০,০০০	
৫.	নতুন বেরিবাঁধ নির্মাণ	১.৫ কি:মি:			৬,০০,০০০		
ওয়ার্ড নং-২							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি				৩,০০,০০,০০০	
২.	স্লুইচগেইট নির্মাণ	১টি	২,০০,০০০				
৩.	বেরিবাঁধ সংস্কার	২ কি: মি:	৪,০০,০০০				
৪.	নতুন বেরিবাঁধ নির্মাণ	৩.৫ কি:মি:	৭,০০,০০০		৭,০০,০০০		
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি				৩,০০,০০,০০০	
২.	স্লুইচগেইট নির্মাণ	১টি			২,০০,০০০		
৩.	মাটির কেল্লা নির্মাণ	১টি					১০,০০,০০০
৪	বেরিবাঁধ সংস্কার	১ কি: মি:	২,০০,০০০				
৫.	নতুন বেঁরিবাঁধ নির্মাণ	২ কি:মি:		৪,০০,০০০	৪,০০,০০০		
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	২টি				৩,০০,০০,০০০	৩,০০,০০,০০০
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি			৩,০০,০০,০০০		
২.	বেরিবাঁধ সংস্কার	১ কি: মি:		২,০০,০০০			
৩.	মাটির কেল্লা নির্মাণ	১টি				১০,০০,০০০	
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি		৩,০০,০০,০০০			
২.	স্লুইচগেইট নির্মান	১টি			২,০০,০০০		
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি			৩,০০,০০,০০০		
২.	স্লুইচগেইট নির্মাণ	১টি				২,০০,০০০	
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি					৩,০০,০০,০০০
২.	স্লুইচগেইট নির্মাণ	১টি				১০,০০,০০০	
৩.	বেরিবাঁধ সংস্কার	৩ কি: মি:	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০		
৪.	নতুন বেরিবাঁধ নির্মাণ	২ কি:মি:			৮,০০,০০০		
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	বেরিবাঁধ সংস্কার	৩ কি: মি:	২,০০,০০০	৪,০০,০০০			
২.	নতুন বেরিবাঁধ নির্মাণ	৪ কি:মি:		১০,০০,০০০	৬,০০,০০০		
৩.	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১টি					৩,০০,০০,০০০
৪.	স্লুইচগেইট নির্মাণ	১টি			১০,০০,০০০		

৬. মানব সম্পদ উন্নয়ন [দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ]

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং-১							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং-২							
১.	নারী ও কিশোরীদের কুটির শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	৫ ব্যাচ	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
২.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের হস্ত শিল্পের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	৫ ব্যাচ	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	৩ ব্যাচ		২,৩০,০০০	২,৩০,০০০	২,৩০,০০০	
৪.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের জন্য ব্লক-বাটিকের প্রশিক্ষণ [ইউনিয়ন ভিত্তিক]	৩ ব্যাচ	৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০		
৫.	বেকার যুবকদের জন্য টিভি ও মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	৩ ব্যাচ			৫০,০০০	৫০,০০০	৫০,০০০
৬.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৭.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৮.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৩							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৪							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম	পরিমান/ সংখ্যা	বছর ভিত্তিক আর্থিক প্রক্ষেপণ				
			২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
ওয়ার্ড নং- ৫							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৬							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৭							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৮							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
ওয়ার্ড নং- ৯							
১.	হাঁস-মুরগী পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
২.	গবাদি পশু পালনের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০
৩.	দরিদ্র নারী ও কিশোরীদের বাড়ির আঙ্গীনায় সবজি চাষের উপর প্রশিক্ষণ	৫ ব্যাচ	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০	২৫,০০০

৯. চলতি বছরের বাজেট পরিকল্পনা

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ চলতি অর্থ বছরের [২০২১-২২] বাজেট পরিকল্পনায় সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৃথক বরাদ্দ ঘোষনা করেছে। কৃষি ও সেচ,স্বাস্থ্য ও সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা এবং যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [রাস্তা মেরামত] এই ৩টি খাতে মোট ১৫ লক্ষ ৭ হাজার ৫শত ২৫টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বরাদ্দের প্রায় ২৮.১৪% এই ৩টি খাতে সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ ৫৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬শত ৬ টাকা।

কৃষি ও সেচ খাতে জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পৃথকভাবে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনা বরাদ্দের প্রায় ২১.১৮%, সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭ লক্ষ ৮ হাজার ২শত ৬৮ টাকা , স্বাস্থ্য ও সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা খাতে ১লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারন উন্নয়ন খাতের প্রায় ৪.৩০%, সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৮শত ২ টাকা এবং যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [রাস্তা মেরামত] খাতে ১২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫শত ২৫ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা সাধারন উন্নয়ন খাতের প্রায় ৫৪.১০%, সাধারন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৩ লক্ষ ২৪ হাজার ৫শত ৩৬ টাকা।

চিত্র-৯: জৈনকাঠী ইউনিয়নের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট পরিকল্পনা খাতভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজন বরাদ্দ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পৌনঃপুনিকতা তীব্রতা দিন দিন বেড়েই চলেছে যা স্থানীয়দের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
ছবি : জৈনকাঠী ইউনিয়ন

জৈনকাঠী ইউনিয়নের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসেব খাতে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টিকে প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্ত ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে, চলতি অর্থ বছরে জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ তার রাজস্ব আয় হিসেবে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা কার্বন ট্যাক্স [জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সারচার্জ] ধার্য করেছে, পাশাপাশি জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ১ লক্ষ টাকা, সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট থেকে বরাদ্দ ১ লক্ষ টাকাএবং অন্যান্য দাতা সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা কতৃক আরো ৫০ হাজার টাকা উন্নয়ন প্রাপ্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের মতে অভিযোজন পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের প্রয়োজন, পরিষদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারনে অভিযোজন খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা যায়নি, জলবায়ু অর্থায়নের জন্য এখন থেকেই সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে যোগাযোগ করবে ইউনিয়ন পরিষদ,আশা করা যাচ্ছে আগামী অর্থ বছর থেকে এই খাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দ রাখা যাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার

৬নং জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ

ডাকঘর: সেহাকাঠী, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী
Website- http:// jainkathiup.patuakhali. gov.bd

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক বাজেট বই

অর্থ বছর: ২০২১-২০২২

গ্রাম: সেহাকাঠী, ডাকঘর: সেহাকাঠী
উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী
বিভাগ বরিশাল

সংযুক্তি-০১

সভার কার্য্য বিবরনী

সভাপতি ঃ জনাব আলহাজ্ব মো: ফিরোজ আলম (চেয়ারম্যান)
সভার স্থান ঃ ইউনিয়ন পরিষদ অফিস কক্ষ
সভার তারিখ ঃ ২৯/০৫/২০২১ ইং
সভার সময় ঃ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা

উপস্থিত সদস্যগনের স্বাক্ষর (পরিশিষ্ট "ক")

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যগনের নাম	পরিচয়	কমিটির পদবী	স্বাক্ষর
০১	জনাব আলহাজ্ব মো: ফিরোজ আলম	চেয়ারম্যান	সভাপতি	স্বাক্ষরিত
০২	মোসা: সেতারা বেগম	ইউপি সদস্যা	সদস্য	"
০৩	মোসা: খাদিজা বেগম	ইউপি সদস্যা	সদস্য	"
০৪	মোসা: রাজিয়া	ইউপি সদস্যা	সদস্য	"
০৫	মো: মজিবর রহমান	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
০৬	ডা: সচিন চন্দ্র রায়	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
০৭	মো: ফরিদুল ইসলাম	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
০৮	আঃ গনি হেলালী	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
০৯	মো: ফারুক হোসেন	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
১০	মো: কামরুজ্জামান পলাশ	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
১১	মো: আতিকুর রহমান নান্নু	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
১২	মো: জালাল উদ্দিন ফকির	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
১৩	মো: দেলোয়ার হোসেন	ইউ পি সদস্য	সদস্য	"
১৪	জনাব মো:আঃ রাজ্জাক মৃধা	ইউ.পি সচিব	সদস্য সচিব	"

আলোচ্য বিষয় ঃ

১. বিগত সভার মন্তব্য পাঠ ও অনুমোদন।
২. ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের খসরা বাজেট প্রনয়ন ও অনুমোদন ।
৩. বিবিধ।

অদ্যকার ২৯/০৫/২০২১ ইং তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকার সময় ৬নং জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ অফিস গভা কক্ষে এক বিশেষ সভা আহব্বান করা হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আলহাজ্ব মো: ফিরোজ আলম (চেয়ারম্যান) ৬নং জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য বৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্য্য শুরু করেন।

আলোচ্য বিষয় ঃ (১)

অদ্যকার সভায় ১নং আলোচ্য বিষয়ের আলোকে উপস্থিত সভায় শুরুতেই সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে বিগত সভার মন্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। উক্ত সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত ও অনুমোদীত হয়।

আলোচ্য বিষয় ঃ (২)

অদ্যকার সভায় ২নং আলোচ্য বিষয়ের আলোকে অত্র ৬নং জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ এর (সচিব) জনাব, আঃ রাজ্জাক মৃধা উপস্থিত সভায় জানান যে, ইতিমধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের খশরা বাজেট প্রনয়ন করা

হয়েছে। উক্ত খশরা বাজেট সঠিক থাকলে অদ্যকার সভায় অনুমোদন করার জন্য উপস্থাপন করেন । উক্ত বাজেট প্রনয়ন নিয়ে অত্র পরিষদের সদস্য ও ইউনিয়নের উপস্থিত গন্যমান্য ব্যাক্তি বর্গের মধ্যে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়। আলোচনায় ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের বাজেটকে যুগ উপযোগী ও জনকল্যান মূলক বাজেটে রূপান্তরিত করার জণ্য উপস্থিত সবাই একমত পোষন করেন। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য গনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বাজেটের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন । তিনি জানান ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের বাজেট অত্র ইউনিয়নের সর্ব স্তরের জনগনের কল্যানে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর খসরা বাজেট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর নিম্নে ৬নং জৈনকাঠী ইউনিয়নের ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের খষরা বাজেট উপস্থাপন হয় এবং উপস্থিত সদস্য গনের যাচাই বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের পরে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের নিম্ন লিখিত খসরা বাজেট চুরান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। এবং সভাপতি মহোদয় জানান যে, উক্ত বাজেট কপি ও সভার মন্তব্যের অনুলিপি শিগ্রই উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যলিয়ে প্রেরণ জন্য সচিবকে জানান।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সাহেব উপস্থিত সকল সদস্য/সদস্যাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৫৭৮৯৫২৭ উপজেলাঃ পটুয়াখালী সদর, জেলাঃ পটুয়াখালী

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছর। বাজেট সার-সংক্ষেপ 'বাজেট ফরম'ক'

বাজেট সার-সংক্ষেপ [বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	বিবরন	পুববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাবে প্রাপ্তিঃ**			
	রাজস্ব	২৪০০৪৮৮	৩১১০৭৪৮	৩৫৪৬২৮৮
	অনুদান		৩১১০৭৪৮	
	মোট প্রাপ্তিঃ-	২৪০০৪৮৮	৩০৯৭৪০০	৩৫৪৬২৮৮
	বাদ-রাজস্ব ও সংস্থাপন ব্যয়	২২৬০৯৩০	১৩৩৪৮	
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত(ক)	১৩৯৫৫৮		
অংশ-২	**উন্নয়ন হিসাব**			
	উন্নয়ন অনুদান	২০৪৩৩৬৫২	২১৪৯৫৬৮৫	৩০০০২৭৩০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট(খ)	২০৪৩৩৬৫২	২১৪৯৫৬৮৫	৩০০০২৭৩০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ(ক+খ)	২০৪৩৩৬৫২	২১৫০৯০৩৩	২৯১৪৪০১৩
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	২০৪৩৩৬৫২	২১৪৯৫৬৮৫	২৭৯৭৫২১৫
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	৩৩২৬৮৮	১৩৩৪৮	২০২৭৫১৫
	যোগ প্রারম্ভিক জের(১জুলাই)	৫৭২৯০১		
	সম্পাত্তি জেরঃ	৩৩২৬৮৮	১৩৩৪৮	২০২৭৫১৫

সম্ভাব্য বাজেট **ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম'খ'**

অংশ-১- রাজস্ব হিসাব [বিধি-৩(২) এবং আইনের চতুর্থ তপসিল দ্রষ্টব্য]

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৫৭৮৯৫২৭) উপজেলাঃ পটুয়াখালী সদর, জেলাঃ পটুয়াখালী ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক (আয়):

ক্রমিক নং	আয়ের খাতের নাম	পুববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	(২০২১-২০২২)
১	রাজস্বঃ			
ক	বসতবাড়ির কর	৮১৮০০০	১০,০০,০০০	১০০০০০০
খ	বকেয়া কর		৭৫০০০	৭৫০০০
গ	যানবাহন(মটরযান ব্যতীত)			
ঘ	বানিজ্যিক কর		১০০,০০০	১০০,০০০
ঙ	কার্বন ট্যাক্স (জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিপুরন সারচার্জ)			২৫০,০০০
২	লাইসেন্স ও পারমিট ফি	৪৬১৫৫	৫০০০০	৫৫০০০
৩	জন্মনিবন্ধন ফি		৫০০০০	৫০০০০
৪	চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা(সরকারী অংশ)	৫৭২৪০০	৫৭২৪০০	৫৭২৪০০
৫	কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১০২৯১৪৮	১২৫৯১৪৮	১২৫৯১৪৮
৬	গ্রাম আদালত ফি		১৫০০০	১৫০০০
৭	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	৪৫০০০	৫০০০০	৫০০০০
৮	ওয়ারিশ ফি	৫৪০২০	৫০০০০	৫৫০০০
	অন্যান্য	৫৯৭১৪০	১৫৭৬৫২	১৯৪৬৬৪
	মোটঃ	২৯৮৫৪৩৩	৩৩২৯২০০	৩৫০১৫৮৪
	সংস্থাপন অনুদানঃ			
	সরকারী			
	উপজেলা পরিষদ			
	মোটঃ			০
	সর্বমোটঃ	২৯৮৫৪৩৩	৩৩২৯২০০	৩৫৪৬২৮৮

সম্ভাব্য বাজেট

অংশ-১- রাজস্ব হিসাব

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৫৭৮৯৫২৭) উপজেলাঃ পটুয়াখালী সদর, জেলাঃ পটুয়াখালী ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক (ব্যয়):

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাতের নাম	পুববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) (২০১৯-	চলতি অর্থ বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
১	**সাধারন সংস্থাপন/প্রতিষ্ঠানিক:**			
ক	সম্মানী /ভাতা	৪৬০৯০০	১২৭২০০০	১২৭২০০০
খ	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেও বেতন - ভাতাদি:	১৪১৭৪৬৪	১৬৫৮২২৮	১৬৫৮২২৮
১	পরিষদ কর্মচারী			
২	দায়মুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পকিত)			
গ	অন্যন্য প্রতিষ্টানের ব্যয	১০১৯০০	৫০০০০	৫০০০০
ঘ	আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তন			
ঙ	যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী		৫৫০০০	৫৫০০০
২	**কর আদায়ের জন্য ব্যয়**	১৫৬৩৪২	১৫০০০০	১৫০০০
৩	**অন্যান্য ব্যয়ঃ**			
ক	টেলিফোন বিল		৩৫০০০	৩৫০০০
খ	বিদুৎ বিল	৩০৫৫১	৫০,০০০	৫০০০০
গ	পত্রিকা বিল		৩৫০০	৩৫০০
ঘ	পরিবহন বিল		৫০০০০	৫০০০০
ঙ	প্রিন্টিং	১৭৪২৯৮	৫৫০০০	৫৫০০০
চ	ভূমি উন্নয়ন কর		১,০০০	১০০০
ছ	অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা			
জ	মামলা খরচ			
ঝ	আপ্যায়ন ব্যয়	৫৭৫০	৩৫,০০০	৩৫০০০
ঞ	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন	৪৫০০০	৫০,০০০	৫০০০০
ট	বাজেট সভা/ অন্যান্য সভা	৩৫০০		
ঠ	আনুষাঙ্গিক ব্যয়			
৪	**কর আদায় খরচ(বিভিন্ন রেজিষ্টার,ফরম,)**	১৫৬৩৪২		
৫	**বৃক্ষরোপণ ও রক্ষনাবেক্ষণ**		৪৫,০০০	৫০০০০
৬	**সামাজিক ও ধমীয় প্রতিষ্টানে অনুদানঃ**		**৩৫,০০০**	৩৫০০০
ক	ইন্টারনেট বিল		১০০০০	১০০০০
খ	প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে আর্থিক অনুদান			
৭	**জাতীয় দিবস উদযাপন**		৩৫,০০০	৩৫০০০
৮	**খেলাধুলা ও সংস্কৃতি**		৩৫,০০০	৩৫০০০
৯	**জরুরী ত্রান**		৫০,০০০	৫০০০০
১০	**বিভিন্ন সভা**		৫৫,০০০	৫৫০০০
	মোট ব্যয়(রাজস্ব হিসাবে) =			
১০	**রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর**			
	সর্বমোট (রাজস্ব হিসাবে) =	২৯১৯৩১৮	৩১০৭৪০০	৩৫৪৬২২৮

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৫৭৮৯৫২৭) উপজেলাঃ পটুয়াখালী সদর, জেলাঃ পটুয়াখালী
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক (আয়)
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি)

ক্রমিক নং	খাতের নাম	পুববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
১	**অনুদান(উন্নয়ন):**			
ক	উপজেলা পরিষদ	৪৫৫০০		
	সরকারী অংশঃ			
ক	থোক বরাদ্দ			
খ	কাবিখা,টি আর,হতদরিদ্র(ইজিপিপি)	১১৪৭২২২	১,০০০,০০০	১,০০০,০০০
গ	ইজিপিপি (ওয়েজ খাত)	২৩৮০০০০	২,৫০০,০০০	২,৫০০,০০০
২।	ভুমি হস্তান্তর দলিলেন ১% কর	৩৮৯০০০	১০০০০০০	১২০০০০০
৩।	ভিজিডি,ভিজিএফ,মৎস ইত্যাদি	৫৩৮৫৭৩০	৫৩৮৫৭৩০	৫৩৮৫৭৩০
৪।	হাট বাজার ইজারা		২৫০০০০	২৫৫০০০
৫।	উন্নয়ন হিঃ প্রাপ্তি [জলবায়ু অর্থায়ন]			
ক.	ট্রাস্ট ফান্ড থেকে প্রাপ্তি			১০০০০০
খ.	সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট থেকে বরাদ্দ			১০০০০০
গ.	অন্যান্য প্রাপ্তি [দাতা/এনজিও এবং অন্যান্য]			৫০০০০
৬।	এল জি এস পি(বিবিজি)	১৪৩৯৯২৪	২০০০০০০	২০০০০০০
৭।	এল জি এস পি(পিবিজি)	৭১৫২৭৬	৫০০০০০	৫০০০০০
৮।	সামাজিক নিরাপত্তা(বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও মাতৃত্বকালীন)	১০৫১২০০০	১০৫১২০০০	১০৫১২০০০
৯।	অন্যান্ন	৫৩৮৫৭৩০	৩০০০০০০	৩০০০০০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত	২৪৪৭২৮২	৬,০০০	২,২৭৫,৫৩৫
	মোট প্রাপ্তি(উন্নয়ন):	২৩২০২১৫২	২৮৬৫৩৭৩০	৩০,০০২,৭৩০

জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের আনুমানিক ব্যয়।
অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব ব্যয়

ক্রমিক নং	খাতের নাম	পুববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় (টাকা) (২০১৯-২০২০)	চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (২০২০-২০২১)	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)
	উন্নয়ন ব্যয় (সাধারন)			
১	কৃষি ও সেচ (১০-১৫%)	৭০০০০	৭০৮২৬৮	৭০৮২৬৮
২	শিল্প ও কুঠির শিল্প		৭০৮২৬৮	৭০৮২৬৮
৩	যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো (১২-২০%)	১২৯৫০০০	৭০৮২৬৮	২৩২৪৫৩৬
৪	আর্থ- সামাজিক অবকাঠামো			১০০০০০০
৫	ক্রিড়া ও সংস্কৃতি			২০০০০০০
৬	ব্যাংক চার্জ কর্তন			৮,০০০
৭	সেবা	৩০০০০০	৪০৯২৬৮	৪০৯২৬৮
৮	শিক্ষা ও তথ্য	২০০০০	৭০৮,২৬৮	৭০৮,২৬৮
৯	স্বাস্থ্য,(পানি,সানিটেশন ও হাইজিন,গোসলখানা)	১২০০০০	২,৩২৪,৮০২	২,৩২৪,৮০২
১০	দারিদ্র হ্রাসকরন: সামাজিক নিরাপত্তা, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা		১০,৫১২,০০০	১০,৫১২,০০০
১১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়্য			
১২	মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন(পুষ্টি সংক্রান্ত)			২৪০০০০০
১৩	**উন্নয়ন ব্যয় (জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন)**			
ক.	কৃষি ও সেচ			১৫০০০০
খ.	স্বাস্থ্য (সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য)			১০০০০০
গ.	যোগযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুকি.হ্রাস (রাস্তা মেরামত)			১২৫৭৫২৫
ঘ.	যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো (দুর্যোগ ঝুকি.হ্রাস সম্পর্কিত যেমন বাঁধ, সেল্টার/কিল্লা মেরামত)			
১৪	দুযোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান		৩৫০০০০০	৩৫০০০০০
১৫	অন্যান্য ব্যয়			২৩০০১২৩
১৫	উদ্বৃত্ত	২৪৭২৮২		২,০২৭,৫১৫
	মোট ব্যয়(উন্নয়ন হিসাব)	**১৫৩৫০০০**	**২১০৯৪৬৮৮**	**৩০০০২৭৩০**

ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি নং-৫৭৮৯৫২৭ উপজেলাঃ পটুয়াখালী সদর, জেলাঃ পটুয়াখালী
২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের জন্য জলবায়ু অভিযোজন ও উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন কর্মসুচি এবং আনুমানিক ব্যয়। সারণী- ০১

ক্রমিক নং	খাতের নাম	পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০২১-২০২২)	
		২০২০-২১	২০২১-২২
১	ক. কৃষি ও সেচ		৮৫৮২৬৮
	কালভার্ট নির্মান		
	জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন ধানের বীজ বিতরন		
	অগভীর নলকূপ স্থাপন		
	প্রশিক্ষন প্রদান		
২	খ. স্বাস্থ্য (সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, গোসলখানা)		২,৪২৪,৮০২
	পাবলিক টয়লেট নির্মান		
	রিং স্লাব বিতরন		
	গভীর নলকূপ স্থাপন		
৩	গ. যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুকি.হ্রাস (রাস্তা মেরামত)		৩,৫৮২,০৬১
	কালভার্ট নির্মান		
	রাস্তা সংস্কার		
	ইনলেট নির্মান		
৪	সামাজিক নিরাপত্তা		১০৫১২০০০
	ভিজিডি		
	ভিজিএফ		
৫	**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান**		৩৫০০০০০
	ত্রান বিতরন		
	প্রশিক্ষন প্রদান		
৬	**শিল্প ও কুটির**		৭০৮২৬৮
	হস্ত শিল্পের উপর প্রশিক্ষন		
	সেলাই ও ব্লক বাটিকের প্রশিক্ষন		
			২১৫৮৫৩৯৯

৬নং জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম "খ"
[বিধি ৩ (২)এবং আইনের ৪র্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]

ডাকঘর- সেহাকাঠী,পটুয়াখালী সদর
ইউনিয়ন পরিষদ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণী
অর্থবছর : ২০২১-২০২২

বিভাগ/শাখা	ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা	ভবিষ্যত তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থেও পরিমান	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
স্থানীয় সরকার	১	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	১	২৩,৬৬০/	---	---	উৎসব ২টি ২৩,৬৬০/- নববর্ষ ৪৭৩২/- বাড়ি ভাড়া ৭৬৯৫/- চিকিৎসা ১৫০০/- টিফিন ২০০/- শিক্ষা ভাতা ৫০০/ ১০% আনুতোষিক ২৩৬৬/-	৩২,৯৫৮*১২ ২৩,৬৬০*২ ৩৫৮০*১ ৩২,৯৫৮/	৩৩৩৫৪০/- ৩৫,৮০০/- ৩৫৮০/- ২১৪৮০/- সর্ব সাকুল্যে ৪,৪৭,৫৪৮/=	
স্থানীয় সরকার	২	হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	৯,৩০০/	---	---	উৎসব ২টি ৯৩০০/= নববর্ষ ১৮৬০/= বাড়ি ভাড়া ৪১৮৫/= চিকিৎসা ১৫০০/= টিফিন ২০০/=	১৫১৮৫১২ ৯৩০০২ ১৮৬০১	১৮২২২০/= ১৮৬০০/= ১৮৬০/= সর্ব সাকুল্যে ২,০২,৬৮০/=	
স্থানীয় সরকার	৩	দফাদার	১	৭০০০/	---	---	উৎসব ভাতা ২টি বেতনের সমপরিমান হাজিরা ভাতা ৩০০/=	৭০০০*১৪ ৩০০*৫২	৯৮০০০/= ১৫৬০০/= সর্ব সাকুল্যে ১,১৩,৬০০/=	
স্থানীয় সরকার	৪	মহল্লাদার	৯	৬৫০০/	---	---	বেতন উৎসব ভাতা ২টি বেতনের সমপরিমান হাজিরা ভাতা ৩০০/=	৬৫০০*১২*৯ ৬৫০০*২*৯	৩৭৮০০০/= ১৪০৪০০/= সাকুল্যে ৫,১৮,৪০০/=	
								সর্ব মোট	১১,৬৬,৩৬০	

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] প্রতিবেদন

জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকারের জলবায়ু অভিযোজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

১. ভূমিকা

জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ এবং অভিযোজন পরিকল্পনার পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আমরা জৈনকাঠি ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডে মোট ১৯ টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [এফজিডি] সম্পন্ন করেছি।

স্থানীয় বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার নাগরিকদের সাথে এফজিডি, ৯নং ওয়ার্ড দক্ষিণ শেয়ালকাঠী গ্রাম, জৈনকাঠী ইউনিয়ন। ছবি: কোস্ট ফাউন্ডেশন

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে স্থানীয় নাগরিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা শুনতে চেয়েছি এবং তাদের স্থানীয় অভিযোজন প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করার চেষ্টা করেছি। এই বিশ্লেষণের জন্য আমরা কাঠামোগত প্রশ্নাবলী তৈরি করেছি এবং সেক্টর ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ এবং যাচাই করার চেষ্টা করেছি যেমন-প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ, কৃষি ও সেচ, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাস যেমন-বাঁধ, সেল্টার/ মাটির কিল্লা নির্মান ইত্যাদি। যা পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থতা বিশ্লেষণে এবং ইউনিয়নের জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও যাচাইকরণে অবদান রেখেছে।

২. উদ্দেশ্য

ক. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অভিযোজন চাহিদা নির্ণয় করা।

খ. ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর মতামতের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের চেষ্টা করা।

৩. অংশ গ্রহনকারীদের প্রকার

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন [FGD] প্রক্রিয়ায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং পেশার ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন-নারী, কিশোর, বৃদ্ধ, কৃষক, জেলে এবং দিন মজুর ইত্যাদি।

টেবিল-১: জৈনকাঠী ইউনয়নে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশ গ্রহণকারীদের চিত্র

মোট এফজিডি	মোট উপস্থিতি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে পেশা ভিত্তিক অংশ গ্রহনকারীদের চিত্র								
		ইউপি সদস্য	রাজনীতিবিদ	প্রবীন ব্যক্তিবর্গ	নারী নেত্রী	কৃষক	জেলে	শ্রমজীবী	যুব প্রতিনিধি	অন্যান্য
১৯টি	৩৪১জন	৩.৫২%	১০.৫৬%	১০.২৬%	১৩.৭৮%	১১.৭৩%	১১.৪৪%	১০.৫৬%	১১.১৪%	৭.৩৩%

পাশাপাশি, স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের, যেমন ইউপি সদস্য, শিক্ষক এবং রাজনৈতিক নেতাদের অংশ গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির স্বক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. এফজিডির ফলাফল বিশ্লেষণ

৪.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

ক. জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা যাচাই

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারনাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন-জলবায়ু কি, কেন এই পরিবর্তন, এই পরিবর্তনের বৈশ্বিক-জাতীয় ও স্থানীয় প্রভাব ইত্যাদি। উত্তর প্রদানকারীদের মধ্যে ভালো ধারনা আছে এমন সংখ্যা-৮%, মোটামোটি ধারনা আছে-১৯%, খুবই কম ধারনা আছে-৩৪% এবং একদমই ধারনা নেই এমন সংখ্যা-৩৯%। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাগুলি সীমিত কিন্তু সমস্ত অংশগ্রহণকারী একমত যে স্থানীয় প্রকৃতির বৈচিত্র এখন আর আগের মতো নেই। প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় আঘাত করছে, জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে, জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে, লবণাক্তা বাড়ছে, সুপেয় পানির অভাব দেখা দিচ্ছে এতে তাদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টেবিল-২: জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারনা যাচাই এর চিত্র

ভালো ধারনা আছে	মোটামোটি ধারনা আছে	খুব কম ধারনা আছে	একেবারেই ধারনা নেই
৮%	১৯%	৩৪%	৩৯%

খ. জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সৃষ্ট দুর্যোগের মাত্রা ও প্রভাবগুলো কি?

অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৫% বলেছেন যে গত ১০ বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর বাকি ৫% কোন প্রকার মন্তব্য করেনি।

চিত্র-১: গত ১০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্র [অংশগ্রহণকারীদের মতামত %]

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জৈনকাঠী ইউনিয়নে কোন ধরনের দুর্যোগ সবচেয়ে বেশি হয় এমন প্রশ্নের জবাবে অংশগ্রহণকারীরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জোয়ার, নদী ভাঙন, পানীয় ও সেচের পানি সংকটের কথা উল্লেখ করেন।

৪.২ জৈনকাঠী ইউনিয়নের জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ

ক. ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর প্রধানতম আয়ের উৎস কি?

অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯৮% মনে করেন যে জৈনকাঠি ইউনিয়নের প্রায় ৮০% মানুষ কৃষি কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল এবং এটি তাদের আয়ের প্রধান উৎস, ৯৩% অংশগ্রহণকারীর

চিত্র-২: জনগোষ্ঠীর প্রধানতম আয়ের উৎস বিশ্লেষনের চিত্র

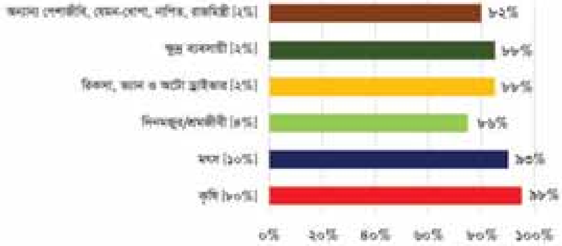

মতে ১০% লোক মৎস্য পেশার সাথে যুক্ত, ৮৬% অংশগ্রহণকারীদের মতে ৪% মানুষ দিন মজুর/ শ্রমজীবী, ৮৮% অংশগ্রহণকারীর মতে ২% মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ২% রিকশা, ভ্যান ও অটোড্রাইভার পেশার সাথে যুক্ত এবং ৮২% এরমতে ২% মানুষ অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে যেমন-ধোপা, নাপিত, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি।

৪.৩ কৃষি ও সেচ

ক. জৈন কাঠি ইউনিয়নে কৃষি ও মাছ উৎপাদন কি গত ৫ বছরে কমেছে/ বৃদ্ধি পেয়েছে?

অংশ গ্রহণকারীদের প্রায় ৮৮% বলেছেন যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাদের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, ৫% মনে করে যে উৎপাদন ব্যবস্থার খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি, বাকি ৭% অংশগ্রহণকারীরা কোন প্রকার মন্তব্য করেনি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তিদের মতে, লবণাক্ততা, উচ্চ তাপমাত্রা, জলোচ্ছ্বাস এবং সেচ সংকটের কারণে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র-৩: গত ৫ বছরে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের হ্রাস/বৃদ্ধি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামত।

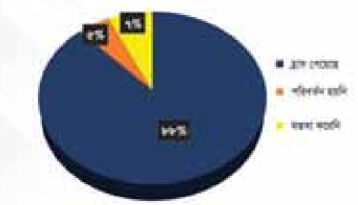

খ. কৃষি কাজে সেচ ব্যবস্থার উৎস কি?

অংশ গ্রহণকারীদের অধিকাংশের মতে, কৃষির জন্য পানির প্রধান উৎস হল খালের পানি, যা এই এলাকার সেচের একমাত্র উৎস। কেউ কেউ আবার মন্তব্য করেছেন যে কিছু ক্ষেত্রে অগভীর নলকূপ এবং পুকুরের পানিও ব্যবহার করা হয়।

টেবিল-৩: কৃষিতে সেচের প্রধান উৎস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত:

খালের পানি	পুকুরের পানি	অগভীর নলকূপ	বৃষ্টির জমানো পানি	অন্যান্য উৎস
৯৩%	২%	৫%	০%	০%

গ. সেচের জন্য খালগুলো কতটা উপযোগী?

অংশ গ্রহণকারীদের মতে, জৈনকাঠি ইউনিয়নের অভ্যন্তরে প্রবাহিত বেশিরভাগ খাল সেচের জন্য উপযোগী নয় কারণ ভরাটের কারণে খালগুলো পর্যাপ্ত পানি থাকে না।

টেবিল-৪: সেচ কাজে খালের উপযোগীতার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের চিত্র:

উপযোগী	মোটামুটি উপযোগী	কম উপযোগী	একেবারেই অনুপযোগী
৭%	১৩%	৩৩%	৪৭%

ঘ. জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নত জাতের ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কোন ধারনা আছে কিনা?

বেশিরভাগ অংশ গ্রহণকারীর জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ধারণাগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কারন তারা লবণ, জলাবদ্ধ ও খরা সহিষ্ণু উন্নত জাত সম্পর্কে জানে না এবং আয় বর্ধনমূলক জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্পর্কেও অবগত নন।

টেবিল ৫: জলবায়ু সহিষ্ণু জাত এবং উন্নত প্রযুক্তির উপর অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বিশ্লেষণ

ভালো ধারনা আছে	মোটামোটি ধারনা আছে	খুব কম ধারনা আছে	একেবারেই ধারনা নেই
৫%	১৩%	২৩%	৫৯%

৪.৪ স্বাস্থ্য [সুপেয় পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য]

ক. গত ১০ বছরে কি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বেড়েছে?

অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯০% এর মতামত এই যে, জৈনকাঠী ইউনিয়নে গত ১০ বছরে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়েছে, যেমন অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, চর্মরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শিশুদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি, মূত্রনালীর রোগ এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ। বাকি ১০% অংশগ্রহণকারী কোন প্রকার মন্তব্য করেনি। এই রোগবৃদ্ধির কারন হিসেবে তারা লবণাক্ততা, অতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং সুপেয় পানির সংকটকে দায়ী করেন।

চিত্র-৪: গত ১০ বছরে জৈনকাঠী ইউনিয়নে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে ?

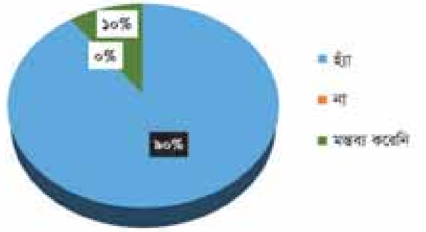

খ. সাধারন স্বাস্থ্য সেবা নিতে কোথায় যেতে হয়?

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের মতে, তারা স্থানীয় গ্রাম্য ডাক্তারের কাছ থেকেই সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে। কেউ কেউ স্বাস্থ্যসেবা পেতে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কল্যাণ কেন্দ্রে যায়।

টেবিল-৬: অংশগ্রহণকারীদের মতে সাধারন স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের চিত্র:

স্থানীয় গ্রাম্য চিকিৎসক	কমিউনিটি ক্লিনিক	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কল্যান কেন্দ্র	জেলা হাসপাতালে
৫২%	২৭%	১৬%	৫%

গ. দিন দিন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে কিনা?

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশের মতে, ক্রমশ জৈনকাঠী ইউনিয়নে নিরাপদ পানীয় জলের সংকট বাড়ছে। জৈনকাঠী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মিঠা পানির স্তর কমে যাওয়ায় এই সংকট আরও তীব্র হচ্ছে। লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধির কারণে মিঠা পানির জলাশয় সংকুচিত হচ্ছে, ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মিঠা পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এই সংকট

চিত্র-৫: ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাসের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের চিত্র

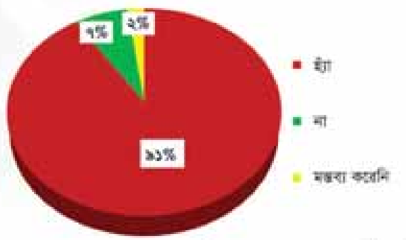

আরো তীব্রতর হচ্ছে, লবণাক্ততার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মিঠা পানির আধার সংকুচিত হচ্ছে, তাদের দেয়া তথ্য মতে গত ১৫ বছরে প্রায় ৬০-৭০ ফুট পানির স্তর হ্রাস পেয়েছে।

ঘ. ব্যবহৃত টয়লেটের ধরণ এবং এটি স্বাস্থ্যকর কিনা?

অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশেই কাঁচা টয়লেট ব্যবহার করে, এছাড়াও আধা পাকা টয়লেট, খোলা ও পাকা টয়লেট ব্যবহারকারী রয়েছে। তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে টয়লেটগুলোর অধিকাংশেই স্বাস্থ্যসম্মত নয়। টয়লেটের লাইন সরাসরি নদী ও খালের সাথে সংযুক্ত,আবার অনেক টয়লেট ওয়াটার সিলড যুক্ত নয়।

টেবিল ৭: অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে টয়লেটের ধরন এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের তুলনামূলক চিত্র

টয়লেটের ধরন %				অস্বাস্থ্যকর টয়লেটের চিত্র %	
খোলা টয়লেট ব্যবহারকারী	কাঁচা টয়লেট ব্যবহারকারী	আধাপাকা টয়লেট ব্যবহারকারী	পাকা টয়লেট ব্যবহারকারী	টয়লেট এর % যা নদী ও খালের সাথে সংযুক্ত	ওয়াটার সিলড যুক্ত নয় এমন টয়লেট ব্যবহারকারী
২০%	৪১%	৩১%	৮%	৪১%	৭০%

৪.৫ ভৌত অবকাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস [বাধ, সেল্টার/কিল্লা মেরামত]:

ক. অত্র অঞ্চল কি সম্পূর্ন ভাবে বেড়িবাঁধ ও স্লুইজ গেইট দ্বারা সুরক্ষিত?

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই মনে করেন যে তাদের অঞ্চল বেরিবাঁধ ও স্লুইজ গেইট দ্বারা মোটেই সুরক্ষিত নয়, কারন হিসেবে তারা উল্লেখ করেন প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়ের কারনে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসের চাপে বেরিবাধের বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয় এবং বাড়িঘর সহ কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাদের মতে বেরিবাঁধগুলো দুর্বল এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম নয়।

চিত্র-৬ বেড়িবাঁধ ও স্লুইজ গেইট দ্বারা অত্র অঞ্চল সুরক্ষিত কিনা ?

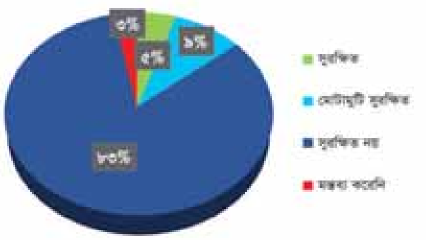

খ. দুর্যোগের সময় সাইক্লোন শেল্টারে যান?

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশেই অভিমত ব্যক্ত করেন যে তারা দুর্যোগের সময় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ পায় না কারণ তাদের এলাকায় পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেন্টার নেই। সেজন্য তারা সেখানে যায় না, কারণ দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কোন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র না থাকায় সেখানকার বাসিন্দারা দুর্যোগের সময় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন।

চিত্র-৭: দুর্যোগের সময় সাইক্লোন শেল্টারে আশ্রয় নেয়ার তুলনামূলক চিত্র

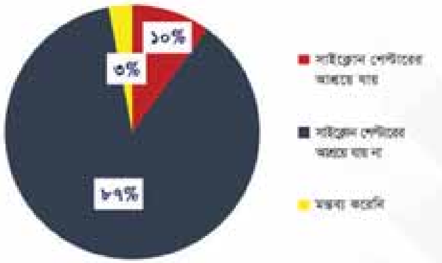

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে জলবায়ু বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণের সামাজিক ধারণা, স্থানীয় সরকারের (জৈনকাঠী ইউনিয়ন পরিষদ) জলবায়ু অভিযোজন পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট উপস্থাপন ও মতবিনিময় সভা। সম্মেলন কক্ষ, জেলা পরিষদ, পটুয়াখালী।

৪.৬ যোগাযোগ/ভৌত অবকাঠামে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস [রাস্তা মেরামত]:

ক. অত্র অঞ্চলের রাস্তাগুলি কি বৃষ্টি / জোয়ারের পানিতে নিমজ্জিত হয়?
এফজিডি -তে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই উত্তর দিয়েছিলেন যে প্রতি বছর ইউনিয়নের প্রায় অর্ধেক রাস্তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট জোয়ারের পানিতে নিয়মিত ডুবে থাকে, যার ফলে রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং সেগুলো স্থায়ীত্বশীল হয় না।

টেবিল-৮: বৃষ্টি / জোয়ারের পানিতে নিমজ্জিত রাস্তার তুলনামূলক চিত্র:

১০-২০% ডুবে যায়	২০-৩০% ডুবে যায়	৩০-৪০% ডুবে যায়	৪০-৫০% ডুবে যায়	৫০-৬০% ডুবে যায়	৬০-৭০% ডুবে যায়
৩%	৭%	১৫%	৫৭%	১৮%	০%

ছবি: জৈনকাঠী ইউনিয়ন

সার্বিক সহযোগীতায়:

PROKAS
Promoting Knowledge for Accountable Systems

COAST Foundation

কোস্ট ফাউন্ডেশন প্রধান অফিস
মেট্রো মেলোডি (১ম তলা), বাড়ি # ১৩, রোড # ২
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ই-মেইল: info@coastbd.net ; ওয়েব: www.coastbd.net
টেলিফোন: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫০০৮২/ ৫৮১৫২৮২১/ ৮১৫২৭৯০/ ৪৮১১৩৭৪৪/ ৫৮১৫২৫৫৫